স. ভ.

ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস
২২।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
বৈশাখ, ১৩৪৬

দাম ছয় আনা

প্রিণ্টার—শ্রীঅনিল বসু
ইণ্ডিয়ান প্রেস লিঃ
৯৩এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা

উপহার
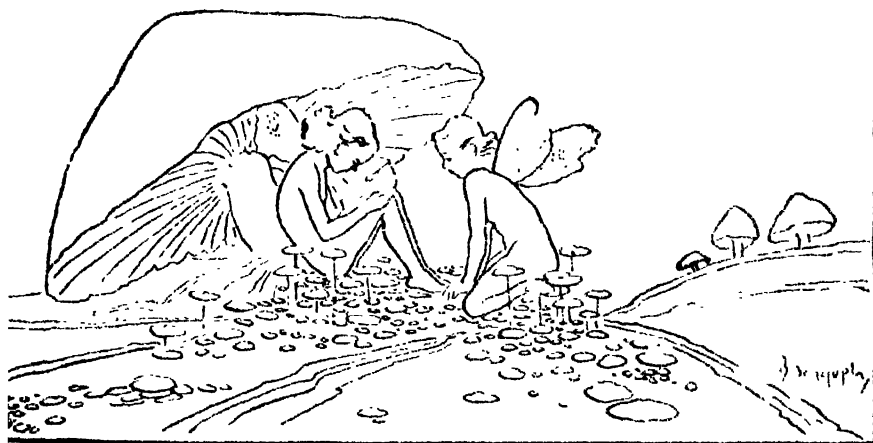
রুইদাস মণ্ডলের নাম শুনিবামাত্র দশ-পনরখানা গ্রামের নমশূদ্রেরা মাথায় হাত ঠেকাইয়া বলিত—"এত বড় সর্দ্দার আর দু'টি মেলে না;—তার লাঠির প্যাঁচ আর সড়কির মুখে পড়াও যে কথা, যমের মুখে যাওয়াও সেই কথা।"

রুইদাস সর্দ্দার দুর্দ্দান্ত লাঠিয়াল। সাধারণ লোক তো অল্প কথা, দারোগা-পুলিশ পর্য্যন্ত তাহাকে ভয় করিয়া চলিত। একেবারে নিরুপায় না হইলে দারোগা-পুলিশ তাহাকে লইয়া বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করিত না। প্রাণের উপর মায়া ছিল না তাহার একটুও। যাইবার আগে সে যে অন্ততঃ বড় মাথাটি লইয়া যাইবে—প্রত্যেক বড় বড় মাথার সে ভয় লাগিয়াই থাকিত। 'তুমি' হইতে 'তুই' হইলে এক-একটা কাণ্ড ঘটিয়া যাইত।

একদিনের একটি ঘটনা বড় মজার। রুইদাসের যিনি জমিদার, তাঁহার চাল-চলন রাজা-মহারাজার মত। কারণ জমিদারী যেমন নাম-ডাকের, তেমনই নাম-ডাকের পেয়াদা-লাঠিয়াল। রুইদাস সর্দ্দার জমিদারের প্রধান সেনাপতি। যেখানে যে দখল লইয়া গণ্ডগোল বাধে, রুইদাস সর্দ্দারের লাঠি ও সড়কি তাহার মীমাংসা করিয়া দেয়। রুইদাস ছাড়া জমিদারী ও জমিদার উভয়ই অচল। তাই জমিদার-বাড়ীর অন্দর পর্য্যন্ত রুইদাসের অবাধ যাতায়াত ছিল।

জমিদারের মেয়ের বিবাহের সময় রুইদাস বাড়ী ছিল না, তাই জামাইকে সে চিনিতে পারে নাই। জামাইটিও এক জমিদারের ছেলে; কলিকাতায়
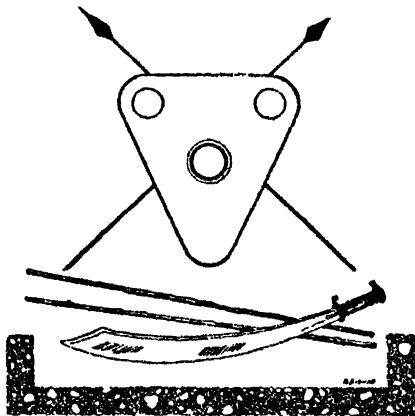
পড়াশুনা করেন। একে টাকার গরম, তারপর লেখাপড়ার অহঙ্কার,—দুই গরমে ধরাকে তিনি সরা জ্ঞান করেন, মানুষকে মানুষ বলিয়া তাঁহার গ্রাহ্য হয় না। জমিদারের ছেলে, তাহার উপর বড় জমিদারের জামাই। তাই শ্বশুর-বাড়ীর দেশে পা দিয়া, অহঙ্কারে তিনি যেন মাটীতেই পা দিতে চান না। রক্ত মাথায় চড়িয়াই রহিয়াছে। ষ্টেশনে নামিয়া কি জিজ্ঞাসা করিবার জন্য সাম্‌নের একটি লোককে ডাকিলেন—"এই শোন্ তো—"

এই লোকটি আর কেউ নয়, আমাদের রুইদাস। 'এই শোন্ তো' শুনিয়া রুইদাস ঘাড় বাঁকাইয়া একবার চাহিয়া দেখিল, তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। অগ্রাহ্য করার একটা ভাব ও দৃষ্টি দেখাইয়া রুইদাস চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেই, জামাতা বাবুটির সম্মানে অসম্ভব রকম আঘাত লাগিল। তাঁহার শ্বশুরের প্রজাদের মধ্যে কেহ যে কথার অবাধ্য হইয়া দাঁড়াইবে, ইহা তাঁহার ধারণারই বাহিরে। আরো বিশেষতঃ একটা চাষা শ্রেণীর গ্রাম্য লোক, কলিকাতার মত সহর-ফির্‌তি লোকের সহিত এইরূপ অবাধ্যের মত ব্যবহার করিবে—একেবারেই তাঁহার ধাতে সহিল না। চোখ রাঙাইয়া বলিয়া ফেলিলেন—"যত সব চাষার আড্ডা!"

রুইদাসের ধাতও বড় কম নয়। ফিরিয়া আসিয়া বলিয়া বসিল—"কোথাকার ভদ্দর রে তুই! মানুষকে মানুষ জ্ঞান করিস্‌নে, যার তার সাথে 'তুই মুই' চালাতে চাস্?"

রাগে এবং তৎক্ষণাৎ প্রতিকার না-করিতে পারার ক্ষোভে জামাতাবাবু একেবারে খাপ্পা হইয়া কি বলিতে যাইবেন, এমন সময় পাল্কী লইয়া স্বয়ং জমিদার আসিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। শ্বশুরকে দেখিয়া জামাতার বুকের বল বাড়িয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই শ্বশুরের কাণ্ড দেখিয়া বল খাটাইবার উপায়ও আর তাঁহার রহিল্ না। জমিদারকে দেখিয়া রুইদাস প্রণাম করিতেই, জমিদার খুব খুসী হইয়া বলিলেন—"রুইদাস! জামাইবাবুকে তো তুমি দেখনি, এই যে;— এই গাড়ীতে এসেছেন, আমার পাল্কী নিয়ে আস্‌তে একটু দেরী হ'য়ে গেল।"

জামাইকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"তোমাকে রুইদাসের কথা বলেছিলাম—

এ আমার সেই রুইদাস। তোমাদের বিয়ের সময় রুইদাস বাড়ী ছিল না—তাই তোমাকে চিনে উঠ্‌তে পারেনি।"

জমিদারের কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে রুইদাস কপালে লাঠি ঠেকাইয়া জামাইবাবুকে প্রণাম জানাইয়া বলিল—"মনে কিছু কর্‌বেন না। আপনিও আমাকে চিন্‌তে পারেননি, আমিও পারিনি!"

জামাতা রুইদাসের গল্প অনেক শুনিয়াছেন; তাই, রাগটুকু লজ্জায় পরিণত হইয়া গেল। স্ত্রীর মত নিজেও তাহাকে 'রুইদা' বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিলেন।

রুইদাসের সর্দ্দারী পদ পাওয়ারও একটা ইতিহাস আছে। রুইদাসের গুরু ঘোষণা করিয়া দিল—'যে আমার এই ঢাল মার্‌তে পার্‌বে, তাকেই আমি সর্দ্দারী দিয়ে যাব।' অনেকেই গুরুর ঢাল মারিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই পারিয়া উঠিল না। সকলের শেষে রুইদাস উঠিল। গুরুর পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া রুইদাস সড়কি লইয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিল। লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছিল। সকলেরই চোখে-মুখে উৎকণ্ঠা জাগিয়া উঠিল। যে সময়ের মধ্যে ঢাল মারিতে হইবে, তাহা প্রায় যায় যায়, এমন সময় রুইদাস বাঘের মত লাফাইয়া পড়িয়া এমন কোপ ছাড়িল যে, গুরুর হাতের ঢাল ছুটিয়া পড়িয়া গেল। চারিদিকে 'বাহবা' 'বাহবা' পড়িয়া গেল। রুইদাস গুরুর পায়ের ধূলা মাথায় মাখিয়া দাঁড়াইতেই গুরু দুই হাত তুলিয়া রুইদাসকে আশীর্ব্বাদ করিল। সেই দিন হইতে রুইদাস সর্দ্দার হইয়া গেল।

রুইদাসের ছেলে ছিল দুইটি। দুই-ই 'বাপকো-বেটা' হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু দাঙ্গায় তাহারা অকালে প্রাণ হারাইয়া ফেলে। একরকম বেশী বয়সেই তাহার একটি মেয়ে হয়, কিন্তু মেয়েকে বছর দশেকের করিয়া মেয়ের মা'ও একদিন বিদায় লন। ঐ একটিমাত্র মেয়েকে লইয়া রুইদাস ভিটের উপর থাকে। ছোটকাল হইতে রুইদাস মেয়েকে লাঠি-খেলা, সড়কি-খেলা শিখাইয়াছে। মেয়ের বয়স বাড়িলেও মেয়ের সহিত লাঠি-সড়কি খেলায় তাহার মস্ত আনন্দ। তাই প্রায় প্রতি

বাপের শিক্ষা

রাত্রেই নিজের উঠানে বাপ-ঝিয়ে বেশ খেলা চলিত। পাড়ার অনেকেই এই ব্যাপার লইয়া অনেক হাসাহাসি করিত; কিন্তু রুইদাসের কানে গেলে কাহারও রক্ষা থাকিবে না, এই ভয়েই ইহা লইয়া কেহ বেশী বাড়াবাড়ি করিত না।

সেদিন সন্ধ্যাকাল। রুইদাস ঘরের বারান্দায় বসিয়া গুন্-গুন্ করিয়া সুর ভাঁজিতেছিল। পাশের বাড়ীর একজন প্রৌঢ়া আসিয়া দাঁড়াইতেই রুইদাস বলিল—"এস খুড়ি, উঠে ব'সো।"

প্রৌঢ়া বলিল—"কি ভাব্‌ছিলে তুমি?"

রুইদাস উত্তর করিল—"ভাব্‌ছিলাম—চণ্ডীর বিয়ে হ'য়ে গেলে কেমন ক'রে আমি এই ভিটেয় থাক্‌ব!"—বলিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িল।

রুইদাসের খুড়ি বলিল—"চণ্ডীর তো, বাবা, বয়সও হয়েছে, দেখে-শুনে একটি ভালো পাত্র এনে বিয়ে না দিয়েই বা কতদিন রাখ্‌তে পার্‌বে? ঘরই যদি কর্‌বে, তবে চণ্ডীর মা মর্‌বে কেন? হায় ভগবান! মেয়েকে তো আর ঘরে রাখ্‌তে পার্‌বে না!"

খুড়ির কথার পর হইতে রুইদাস পাত্র খুঁজিতে মন দিল। ভালো পাত্র বলিতে রুইদাস বুঝিত নাম-ডাকের সর্দ্দার,—যাহাকে দেখিয়া সবাই বলিতে পারে—যেমন শ্বশুর তেমন জামাই। খুঁজিতে খুঁজিতে একটির কথা তার মনে হইল। ছেলের বাড়ী পরাণপুর গ্রামে, নিজের গ্রাম হইতে মাইল বারো-তের দূরে। ছেলে দেখিতে যাইবে মনে করিতেছে, এমন সময় একদিন জমিদার-বাড়ী হইতে রুইদাসের ডাক আসিল। জমিদার ডাকিয়াছেন শুনিয়া রুইদাসের বুঝিতে বাকি রহিল না—আবার কোথায় ঢাল-সড়কি লইয়া ছুটিতে হইবে। জমিদারের জরুরী ডাকের অর্থ এবারেও যে একরূপই, রুইদাস তাহা নিঃসন্দেহে বুঝিয়া লইল।

জমিদারের এক-এক ডাকের ফলে, কত লোকের মাথা ফাটাইয়া, কত লোকের ভুঁড়ি ছিঁড়িয়া, কত লোকের গলা কাটিয়া রুইদাস যে তাহাদের যমের বাড়ী পাঠাইয়াছে, তাহার হিসাব কে করিবে? জমিদার বলিয়াছেন—'অমুকের মাথা

চাই', রুইদাস পাকা ফলটি পাড়িয়া আনিয়া হাতে দিবার মত 'অমুকের মাথা' জমিদারের হাতে দিয়া আসিতেছে। যত মামলা-মোকর্দ্দমায় রুইদাসকে জড়াইবার চেষ্টা করা হইয়াছে, জমিদার, টাকার উপর টাকা ঢালিয়া রুইদাসকে ছাড়াইয়া আনিয়াছেন।

জমিদারের সঙ্গে দেখা করিলে জমিদার রুই[illegible] বলিলেন—"সর্দ্দার!

জমীদার বাড়ীতে রুইদাস

লোক ঠিক কর। তোমার বাড়ীর পাশেই চক্কত্তিদের যে জমি আছে, আমার দখলে আন্‌তে হবে। চক্কত্তি লোকজন নিয়ে আস্‌ছে—"

লোক-জনের কথা শুনিবামাত্র রুইদাস হাসিয়া বলিল—"বাবু! রুই সর্দ্দারের বুকে ধড়ফড়ানিটুকু যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ লোকজনের কথা রুইদাসের কানে দেবেন না! বুড়ো কালে আর একবার নাচ্‌তে হবে?—বেশ, নেচে আসি?"

জমিদারও একটু হাসিয়া লইয়া কহিলেন—"রুই ! ওরা পরাণপুরের কোনো এক সর্দ্দার যোগাড় ক'রে এনেছে না-কি, সে সর্দ্দারের উঠ্‌তি-বয়স, সাবধান কিন্তু।"

পরাণপুরের উঠ্‌তি-বয়সের সর্দ্দারের কথা শুনিয়া রুইদাসের মনটা একটু বসিয়া গেল। ভয়ে নয়—এই ছেলের সঙ্গেই তো মেয়ের বিবাহ দিতে তাহার ইচ্ছা। মন [illegible] লক্ষ্য করিয়া জমিদার আর একবার সাবধান করিবার [illegible] বলিলেন—"সাবধান ! সাবধান ! বুড়ো কালে শেষে—"

জমিদারকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই রুইদাস বলিল—"বাবু ! রুই বুড়ো হ'লেও তার সড়কির যৌবন এখনও আছে। কিছু চোখে ভালো দেখিনে বটে, মানুষের ভুঁড়ি বেশ দেখ্‌তে পারি, চুলের সঙ্গে সঙ্গে সড়কির কোপও পেকে গেছে।"—বলিয়া আর একবার হাসিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কবে ভিড়্‌তে হবে ?"

জমিদার বলিলেন—"ব'লে পাঠিয়েছে—আগামী সোমবারই আস্‌বে।"

জমিদার জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর সর্দ্দার পরাণপুরের উঠ্‌তি-বয়সের সেই লোক। নাম—অনন্ত সর্দ্দার। অনন্ত যুবক। লোহার মত শক্ত তাহার শরীর। যেমন চওড়া তেমন লম্বা। বুকের ছাতি প্রায় দেড় হাতের মত। বাঘের মত জ্বল জ্বল্ করে বড় বড় দুই চোখ। কোঁকড়ান চুলের ছোট একটা বাবরীতে কাঁধ পর্য্যন্ত ঢাকা। জোরে কথা বলিলে মনে হয় যেন সিংহ ডাকিতেছে। লাঠি-সড়কি তাহার হাতের সঙ্গে যেন মন্ত্রে আটকান, লাগিয়াই থাকে। যে সময় সে লাঠির ভাঁজ দেয়, মনে হয় নিশ্চয়ই সে মন্ত্র জানে! লাঠিখানা মোটেই দেখা যায় না, দেখা যায় শুধু অনন্তের পাঁয়তাড়া আর বাব্‌রীর নাচ। ঘোড়ায় চড়া তাহার ছোটকালের বাতিক। ঘোড়ার পিঠ তাহার কাছে যেন মাটী। যে ভাবে ইচ্ছা সেই ভাবেই সে ঘোড়ার পিঠে থাকিতে পারিত। ঘোড়-দৌড়ের অনেক রকম কৌশলও সে দেখাইতে পারিত। তীরবেগে হয়ত ঘোড়া ছুটিতেছে, অনন্ত টক্ করিয়া কোনো গাছের ডাল ধরিয়া ঝুলিয়া থাকিল।

চলন্ত-ঘোড়ার পিঠে দাঁড়াইয়া

ঘোড়ার পিঠে দাঁড়াইয়া যখন সে লাঠি-খেলা, সড়কি-খেলা দেখাইত, তখন কেহ অবাক্ না হইয়া থাকিতে পারিত না।

রুইদাস সর্দ্দারের নাম অনন্ত শুনিয়াছে, কিন্তু কোনো উপলক্ষে তাহার পরিচয় সে পায় নাই। সুযোগ না আসিয়া গেল না। বিধাতার চক্রান্তে রুইদাসের সঙ্গে অনন্ত[illegible] লইয়া খেলা বাধিয়া গেল। হয় অনন্তের মাথা, না-হয় রুইদাসের মাথা—এই দুই মাথার একটি কাটা না পড়িলে জমির মীমাংসা হইতে পারিবে না তো!

রাত্রি প্রভাত হইলে সেই আগামী সোমবার। শুইয়া শুইয়া মেয়ে ও বাপে কথা হইতেছে। রুইদাস বলিল—"চণ্ডী! কাল সকালেই তো ভিড়্তে হবে, পার্‌লে হয়; পরাণপুরের ছোক্‌রা সর্দ্দার আস্‌বে,—ছোক্‌রা না-কি ভারি ওস্তাদ। আমার নাম শুনেও যখন দমেনি, তখন বুকের বল বেশই আছে—কি বলিস্?"

মেয়ে উত্তর করিল—"আমি বলি—তোমার কাজে ভিড়ে কাজ নেই, বুড়ো হয়েছ, কোথায় কখন কি লেগে যাবে—শেষে—"

"ম'রে যাব?"—উত্তরে বাপ বলিল—"ওরে, না না, তোর বাপের গায়ে সড়কির আঁচড় দেবে, এত বড় সর্দ্দার আছে, এ তোর বিশ্বাস হয়? ছোক্‌রা আস্‌ছে বটে, আমার সাম্‌নে দাঁড়াতে পার্‌বে না। এক ডাকে ঠিক ক'রে দেব।"

মেয়ে বলিল—"সেও কি ডাক দেবে না, বাবা? আমি বলি ডাকাডাকির কাজ কি? মোকর্দ্দায় যে জিত্‌বে, জমি তারই হবে।"

"আমারও ইচ্ছা করছে না—এই ছোকরার সঙ্গে সড়কি ধর্‌তে—ভয়ে না, আমি ভেবেছি—এর সঙ্গে তোর বিয়ে ঠিক ক'রে আস্‌ব, এর মধ্যে কি এক কাণ্ড ঘটে পড়্‌ল!—মানুষ কর্‌তে চায় এক, কর্‌তে হয় আর এক! দেখা যাক্।"—বলিয়া রুইদাস মেয়েকে ঘুমাইতে বলিয়া অনেক কথা—যদি সে নিজে হঠাৎ মরিয়া

যায়, চণ্ডী কাহার কাছে দাঁড়াইবে, ইত্যাদি ভাবিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে চণ্ডীর একটি দীর্ঘশ্বাস শুনিয়া রুইদাস বলিল—"চণ্ডী! তুই ঘুমোস্‌নি বুঝি?"

"ঘুম আস্‌ছে না, বাবা।"—বলিয়া চণ্ডী ফিরিয়া শুইল।

* * * *

সূর্য্যদেব কেবল উঠিয়াছেন, এমন সময় রুইদাসের ... একটি লোক আসিয়া বলিল—"সর্দ্দার! ওরা তো সব এসে পড়্‌ল! আমরা প্রস্তুত। আপনি এলেই হয়।"

"যাচ্ছি"—বলিয়া সর্দ্দার ঘরে গেল। ঘরে যাইয়া দেখে মেয়ের চোখ জলে ভরিয়া গিয়াছে। রুইদাস কাপড় বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল—"ও কিরে পাগ্‌লী! দে আমার ঢাল-সড়কি হাতে দে—দাঁড়িয়ে ছাখ্‌, কি করি।"

মেয়ের হাতের ঢাল-সড়কি লইয়া রুইদাস জমির উপরে যাইয়া দাঁড়াইল। রুইদাসের দলের সব লোক হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে মার-মার করিয়া অনন্ত সর্দ্দারের দল আসিয়া পড়িল। অনন্ত সর্দ্দার সকলের আগে। শরীর হইতে তেজ যেন তাহার ছুটিয়া বাহির হইতেছে। অনন্তকে দেখিয়া রুইদাসের যেমন বুঝিতে বাকি রহিল না—এই সেই ছোক্‌রা সর্দ্দার, রুইদাসকে লক্ষ্য করিয়া অনন্তেরও বুঝিতে বিলম্ব হইল না—তাহার দিকে যে চাহিয়া আছে, সে-ই রুইদাস সর্দ্দার। অনন্তের দিকে চাহিয়া রুইদাসের হাতের বল যেন পড়িয়া যাইতেছিল। নিজের দলকে লক্ষ্য করিয়া রুইদাস বলিল—"সাবধান!"

এ দলের লোক বলে—"আয় বেটারা"—ও দলের লোক বলে—"আয় বেটারা"—দুই পক্ষের দুই সর্দ্দার কি করিবে, তাহাই চিন্তা করিতেছিল। রুইদাস সর্দ্দারই প্রথমে মুখ খুলিল, বলিল—"কই রে সে সর্দ্দার, আয় আমার সড়কির মুখে, সর্দ্দারী ছুটিয়ে দিয়ে যাই।"

অনন্ত বাঘের মত লাফাইয়া সামনে আসিয়া বলিল—"ছাড়্‌ ভুঁই, ভাল চাস্‌ তো স'রে যা, নইলে আজই শেষ ক'রে দেব!"

কথার পিঠে পিঠে লড়াই বাধিয়া গেল।

"তবে রে"—বলিয়া রুইদাস কোপ ছাড়িল। রুইদাসের সড়কির তেজ দেখিয়া অনন্ত ভীত হইয়া পড়িল। একে কোপ ছাড়ে, অন্যে ঠেকায় ;—যেন সিংহে সিংহে লড়াই। কেহ কাহাকেও দমাইতে পারিতেছে না।

চণ্ডী স্তম্ভিতের মত বাড়ীর উপরে দাঁড়াইয়া বাপের ও নতুন সর্দ্দারের পাঁয়তাড়া ও কো[illegible] দেখিতেছিল। কিছু পরে দেখিল—তাহার বাবা [illegible]ইয়া পড়িয়াছে, সড়কি চালাইতে জোর পাইতেছে না। এদিকে অনন্ত লাফাইয়া লাফাইয়া তাহার বাবার ঢাল মারিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। আর তাহার বাবা হাঁপাইতে হাঁপাইতে অনন্তের সড়কির কোপ ঠেকাইতে চেষ্টা করিতেছে।

হঠাৎ দুই পক্ষের কোলাহল ভেদ করিয়া চীৎকার উঠিল—"চণ্ডী—চণ্ডী"। রুইদাসের মুখে 'চণ্ডী' চীৎকার শুনিয়া অনন্ত ভাবিল, রুইদাস চণ্ডী দেবতাকে স্মরণ করিতেছে। কিন্তু পরক্ষণেই যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার সড়কির যেন অস্বাভাবিক ভাব হইয়া গেল। অনন্ত দেখিল যে, একটি যুবতী ঢাল-সড়কি লইয়া ছুটিয়া আসিতেছে। সমস্ত মানুষের, সমস্ত দেবতার তেজ তাহার চোখে-মুখে—সারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যেন ভর করিয়াছে। মেয়েটি ছুটিয়া আসিয়াই অনন্তকে লক্ষ্য করিয়া সড়কি মারিল।

রুইদাসের জ্ঞান ছিল না। মেয়ে দেখিল—যে-কোনো সময় তখন তাহার বাবাকে অনন্ত মারিয়া বসিতে পারে। কৌশল করিরা চণ্ডী তাহার বাবাকে পিছনে ফেলিয়া দিল এবং নিজেই সর্দ্দারের সঙ্গে যুঝিতে লাগিল। অনন্ত এবার মহা বিপদে পড়িল। সত্যই কি চণ্ডী দেবতা রুইদাসের ডাকে সাড়া দিয়াছেন ? যতই ভাবিতে লাগিল আর মেয়েটির মুখের দিকে চাহিতে লাগিল, ততই যেন সে দুর্ব্বল হইতে লাগিল।

অনন্ত একবার বলিয়া উঠিল—"কে তুমি মরতে এসেচ ? স'রে যাও! কারো সাধ্য নেই রক্ষা করে।" এবং সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি কোপ ছাড়িল যে, মেয়েটির ঢাল ছুটিয়া পড়িয়া গেল। এদিকে রুইদাসের জ্ঞান ততক্ষণে ফিরিয়া আসিয়াছে। মেয়ের ঢাল ছুটিয়া গিয়াছে দেখিবা-মাত্রই নিজের ঢাল লইয়া লাফাইয়া আসিয়া মেয়েকে ঢাকিয়া ফেলিল। কিন্তু চণ্ডী একেবারে মাতিয়া গিয়াছে। বাপের

হাতের ঢাল কাড়িয়া লইয়া অনন্তের দিকে ধাইয়া গেল। রুইদাস নিরুপায়, নিজেকে রক্ষা করিবে, এমন সময় আর একজনের এক সড়কি আসিয়া তাহার উরুদেশ ভেদ করিয়া দিল। 'চণ্ডী' বলিয়া ভীষণ এক চীৎকার করিয়া রুইদাস পড়িয়া গেল।

মেয়ে দেখিল—তাহার বাবা পড়িয়া গিয়াছে। সর্দারের দিকে তাহার আর দৃষ্টি থাকিল না। ঢাল-সড়কি ফেলিয়া দি[illegible] "বাবা" বলিয়া বা[illegible] দিয়া ঢাকিয়া বসিল।

তৎক্ষণাৎ যদি পুলিশ আসিয়া ঘটনাস্থলে না পড়িত, কেহ হয়ত এক সড়কি দিয়াই মেয়ে ও বাপকে গাঁথিয়া ফেলিত। রুইদাসের পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ দূর হইতে ফাঁকা আওয়াজ করায় দুই দলের লোকজন যে যে-দিকে পারে ছুটিয়া পলাইয়া গিয়াছিল, তাই রক্ষা। অনন্ত কিন্তু পলাইয়া যায় নাই। মেয়ে ও বাপের কাণ্ড দেখিয়া হতভম্বের মত কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিল। পরে আস্তে আস্তে রুইদাসের কাছে যাইয়া তাহার উরু হইতে সড়কি টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিল এবং ক্ষতস্থান তাহার নিজের গামছা দিয়া বাঁধিয়া দিল। রুইদাসের তখনও জ্ঞান ফিরে নাই।

দারোগা অনন্তকে ধরিলেন। অনন্ত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রুইদাসকে যে কোপ মারিয়াছে, তাহাকেই দারোগা ধরিয়া ফেলিয়াছেন, এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইবার জন্য চণ্ডীকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই সর্দারকে কি এই লোকটাই কোপ মেরেছে ?"

অনন্ত চোখ তুলিয়া চণ্ডীর মুখে চাহিল। চণ্ডীও একবার চোখ তুলিয়া অনন্তের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"না, ইনি বাবাকে কোপ দেননি; এঁর কোনো দোষ নেই।"

অনন্ত খালাস পাইল। দারোগা-পুলিশ অনন্তকে [illegible] দিয়া চলিয়া গেলেন। অনন্ত কি করিবে, কি বলিবে—এই লইয়া মুশকিলে পড়িল। মুখ ফুটিয়া বলিল—"একে আমি বাড়ীতে রেখে যেতে চাই—পুলিশের ভয়ে কোনো লোক ঘরের বাইরে আস্‌বে না।"

চণ্ডী কথা না বলিয়া বাপের মাথাটি কোল হইতে নামাইয়া রাখিয়া সরিয়া গেল। অনন্ত রুইদাসকে আস্তে আস্তে কোলে করিয়া বাড়ীর ভিতরে লইয়া গেল। অনেকেই তখন আসিয়া জুটিল। সবাই আড়ে আড়ে অনন্ত সর্দ্দারকে দেখিতে লাগিল। অনন্ত চণ্ডীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"আমি তাহ'লে আসি।"

আহত রুইদাস

চণ্ডী হাঁ-না কিছুই বলিল না। শুধু মুখ তুলিয়া একবার অনন্তের চোখের দিকে চাহিল।

অনেক [illegible] পরে রুইদাসের জ্ঞান হইল। অজ্ঞান হইয়া পড়িবার পরে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, সে খুঁটিয়া খুঁটিয়া সব জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। চণ্ডী অত লোকের সামনে সে কথা বলিতে না পারিয়া, প্রত্যেক জিজ্ঞাসার উত্তরে বার বার বলিতে লাগিল—"তুমি সুস্থ হ'য়ে নাও, সব বল্‌ছি।"

একে একে লোকজন সব চলিয়া গেল। রুইদাস আবার জিজ্ঞাসা করিল—"আমার উরু থেকে সড়কি টেনে বের কর্‌ল কে ?"

"ঐ সর্দ্দার।"—বলিয়া চণ্ডী হাতের একটি কাজে মনোযোগ দেওয়ার ভাণ দেখাইল। "এঁ্যা !"—বলিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল—"আমায় বাড়ীতে আন্‌ল কে রে ?"

এবারেও চণ্ডীর এক উত্তর—"সেই সর্দ্দার !"

একে একে সমস্ত ঘটনা, বিশেষতঃ দারোগার হাত হইতে অনন্তকে নির্দোষ প্রমাণ করিয়া খালাস দেওয়া—ইত্যাদি, শুনিয়া রুইদাসের যেমন হইল বিস্ময়, তেম্‌নি জন্মিল আনন্দ ! অনেক কথার মাঝে একবার রুইদাস বলিল—"হাঁ রে চণ্ডী ! ও সর্দ্দারের মত সর্দ্দার—কি বলিস্‌ ? আমাকে কি ক'রে ফেল্‌ল—দেখ্‌লি তো ? স্বভাবটাও কেমন উঁচু দরের !—তুই তাকে কড়া কথা বলিস্‌নি তো ?—"

"না বাবা !—তাহ'লে কি তোমাকে তিনি এখানে দিয়ে যেতেন।"—বলিয়া মেয়ে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

হঠাৎ রুইদাসের ক্ষতস্থান পাকিয়া উঠিয়া অবস্থা খারাপের দিকে গেল। নিজের অবস্থা বুঝিয়া রুইদাস মেয়েকে না বলিয়া অনন্ত সর্দ্দারকে লোক পাঠাইয়া খবর দিল। চণ্ডী ইহার বিন্দু-বিসর্গও জানিত না। সে [illegible] সাম্‌নের এক মজা পুকুরের ঘাটে বসিয়া বাসন মাজিতেছিল, এমন সময় তাহার চোখে পড়িল, একটি লোক ঘোড়া ছুটাইয়া আসিতেছে। [illegible] সর্দ্দা[illegible] লোকটির মাথার চুল দেখিয়া চণ্ডী ভাবিল—'[illegible], দেখি তো কোথায় যায় !' দেখিতে দেখিতে ঘোড়া তাহাদের বাড়ীর কাছে আ[illegible] পড়িল, কিন্তু লোকটা কোথায় যায়, দেখিবার জন্য চণ্ডী তেমন [illegible] দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু যখন পুকুরপাড়ের রাস্তার উপর আসিয়া পড়িল, চণ্ডী দেখিল—সেই সর্দ্দারই যাইতেছে।

বাসন লইয়া তাড়াতাড়ি বাড়ীর মধ্যে যাইতে যাইতে পিছন ফিরিয়া দেখে, অনন্ত সর্দ্দার তাহাদের বৈঠকখানার ঘরে যাইয়া বসিল। অনন্ত আসিয়াছে শুনিয়া রুইদাস তাড়াতাড়ি তাহাকে বাড়ীর মধ্যে তাহার ঘরে ডাকিয়া লইল। চণ্ডী তখন বাপের শিয়রে মাথায় বাতাস করিতে বসিয়াছিল। অনন্তকে দেখিয়া রুইদাস বলিল—"আর বাঁচ্‌ব না—এসেছ—বড় আনন্দ পেলাম। চণ্ডী! তুই এখন যা, মা, বাতাস চাই না।"

বেশী ভূমিকা না করিয়াই রুইদাস সোজাসুজি মেয়ের বিবাহের প্রস্তাব করিল। মেয়ের শক্তি ও সাহস দেখিয়া অনন্ত বড়ই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। প্রস্তাবের উত্তরে সে বলিল—"আমার দাদার কাছে লোক পাঠান—তিনি যা বল্‌বেন, সেই মত্‌ই আমার।"

রুইদাস সর্দ্দারের মেয়ে যে ঘরে যাবে, সে ঘরের তো মহাভাগ্য। লোকের মুখে অনন্তের দাদা যখন রুইদাস সর্দ্দারের ইচ্ছা জানিতে পারিল, আনন্দ হইল তাহার খুবই। সাগ্রহে যাইয়া সমস্ত কথা পাকাপাকি করিয়া আসিল। বিশেষ কথা থাকিল—আর যে কয়েকটা দিন রুইদাস বাঁচিয়া থাকে, চণ্ডী ও অনন্ত যেন তাহার কাছেই থাকে। অনন্তের দাদা কোনো আপত্তিই করিল না।

শুভলগ্নে একদিন বিবাহ হইয়া গেল। একবাক্যে সবাই বলিল—"যেমন শ্বশুর তেম্‌নি জামাই।"

অনন্ত ও সুবল দুই ভাই। সুবল বড়। সে যে লাঠি ধরিতে না-পারে এমন না, তবে অনন্তের মত অত নাম-ডাকের নয়। ভাইয়ে ভাইয়ে এমন ভালোবাসা খুবই কম মেলে। অনন্তকে লোকে বাঘের মত ভয় করিলেও দাদার কাছে সে ছিল একেবারে কেঁচো। দাদা যদি যমের বাড়ীতে তাহাকে হাঁটিয়া যাইতে

বলিত, অনন্ত একটুও দ্বিধা না করিয়া তাহাই করিতে পারিত, বোধ হয়। অনন্তকে যদি কেহ অপমান করিত, অনায়াসেই অনন্ত তাহাকে [illegible] করিতে পারিত, কিন্তু তাহার দাদাকে যে অপমান করিয়াছে, [illegible] মারিয়া ফেলিলেও তাহার আক্রোশ যাইতে চাহিত না।

একবার এক খুনী-মোকর্দ্দমায় অনন্তের দাদাকেও জড়ানো হইয়াছিল। এইজন্য তাহাকে থানায় ডাকানো হয়। সুবলের জোর গলা ও চড়া [illegible] দারোগা তাহাকে অপমান-সূচক কথা বলেন। এই দারোগাটি ঐ থানায় নতুন [illegible]। অনন্ত সর্দ্দারের পরিচয় তখনও তিনি পান নাই। তাই তাহার দাদাকে [illegible] ভাবে অপমান করিয়া কথা বলিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। অপমা[illegible] সুবলের মুখ-চোখ লাল হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু থানার মধ্যে দাঁড়াই[illegible] দুই কথা শুনাইয়া দিবার মত সাহস কিছুতেই সে পাইতেছিল না। [illegible] অনন্ত আসিয়া উপস্থিত হইল—সাক্ষ্যের ব্যাপারেই।

অনন্তের তখন নাম-ডাক। থানার দারোগা-পুলিশ [illegible] করিয়া চলিতেন। অনন্ত দেখিল—তাহার দাদার মুখ রা[illegible] লাল হইয়া গিয়াছে। দাদাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিব[illegible] দারোগা অনন্তকে অবজ্ঞার স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোর [illegible]

দারোগার কথায় অনন্ত যেন আকাশ হইতে পড়িল। তাহাকে 'তুই' [illegible] ডাকে, এমন বুকের পাটা কাহার আছে? অনন্তের সমস্ত শরীরের রক্ত এক লাফে মাথায় চড়িয়া গেল। চোখ ও ভ্রূ কুঁচ্‌কাইয়া বলিল—"এ থানায় নতুন এসেছেন বুঝি? অনন্ত সর্দ্দারের সঙ্গে এখনও আপনার আলাপ হয়নি [illegible] 'তুই' আরম্ভ করেছেন—ভদ্রলোকের মত কথা বল্‌বেন!"

দারোগা ভদ্রলোক অনেক জায়গার চাল-জল হজম করিয়াছেন, কিন্তু এমন বেয়াড়া কথা দারোগা-জীবনে তিনি এই প্রথম শুনিলেন। [illegible] অনন্তের ঘাড়-ফুলানি, চোখ-পাকানি হজম করিতে পারিলেন না। অনন্তের কথা শুনিয়া তাঁহার বিস্ময় এবং রাগ দুইটাই অসম্ভব রকম বাড়িয়া গেল। ছোট দারোগা ও

অন্যান্য পুলিশ-চৌকিদার অনন্তকে ভালো ভাবেই চিনিত। সকলেই ভাবিল—একটা কাণ্ড না বাধিয়া যাইবে না।

সকলের ভাবনাই ঠিক হইল। এক বিষম কাণ্ডই ঘটিল। বড় দারোগা অনন্তকে গালাগালি করিয়া উঠিলেন। আর যায় কোথায়? অনন্ত প্রাণটাকে মানের চেয়ে অত্যন্ত ছোট করিয়াই দেখিত। দাদার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইয়া বড় বা[illegible]রে দাঁড়াইল এবং গর্জ্জন করিয়া বলিল—"এখানে এসে [illegible]বার 'তুই' আর 'বদমাইস' ব'লে যা......কার কাছে দারোগ্‌গিরি দেখাতে আসিস্‌?—আয় এখানে!"

ছোট দারোগা বড় দারোগাকে অনেক করিয়া থামাইলেন। অনন্ত যে সাংঘাতিক লোক, তাহাকে লইয়া বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করা কোনো মতেই উচিত নয় ইত্যাদি ভালো করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। বড় দারোগা অনন্তকে ধরিয়া আনিবার জন্য চৌকিদারের উপর আদেশ দিলেন। কিন্তু তাহারা সাহস করিয়া তাহাকে ধরিয়া আনিতে চেষ্টা করিল না। ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "চ'লে গেল—এল না তো!"

এই ব্যাপার লইয়া বড় দারোগা বেশ খোঁচাখুঁচি আরম্ভ করিলেন এবং অনেক চেষ্টা করিয়া ছয় মাসের জন্য অনন্তকে জেলেও পাঠাইলেন। অনন্তের দাদা সুবলের এই ছয় মাসের মধ্যে না সময়ে নাওয়া, না সময়ে খাওয়া। সে পাগলের মত ঘুরিয়া বেড়াইত। কাহারও সঙ্গে বেশী কথা বলিত না। প্রত্যেক [illegible]ই একবার করিয়া—আর কত দিন বাকী আছে, হিসাব করিয়া দেখিত। চণ্ডী যাহাতে[illegible]নে, এমনি ভাবেই প্রায়ই বলিত—"জেলের মাস আমাদের সাধারণ মাসের চেয়ে [illegible]ক দিন কম হয়।"

কত দিন [illegible]টে কাটা যাইবে, ছয় মাস হইতে তাহা বাদ দিয়া অবশিষ্ট আর কত দিন আছে, সুবলের সব সময়েই তাহা ঠিক থাকিত। সবাই বলিত—"পাগল না হয় ভায়ের জন্যে।"

অনন্ত মুক্ত হইবে—সেই সপ্তাহের কথা। ষ্টীমার যখন ঘাটে লাগে তখন একটু রাত থাকে। সুবলের রাত্রির মধ্যে ঘুম নাই। একদিন রাত দুপুরে ষ্টেশনে যাইবার তাড়াহুড়া করে, আর একদিন একটু তন্দ্রার পরই বলিয়া উঠে—"ঐ শব্দ পাওয়া যায়—তাই না? বোধ হয় তারাইলের ঘাটে (ওদের ষ্টেশনের ঘাট)!"

সুবলের বৌ বলে—"রাত অনেক আছে, এই তো [illegible] শুলে—ও তো ষ্টীমারের শব্দ নয়।"

বৌয়ের কথায় সুবল বিশ্বাস করে না। আর সে বিছানায় থাকে না। বাহিরে আসিয়া কান খাড়া করিয়া তামাক খায়, আর আকাশের দিকে চাহিয়া, রাত আর কতটুকু আছে, তাহাই দেখে। স্ত্রীকে বলে—"ও খেয়ে তো ষ্টীমারে উঠ্‌তে পারেনি—তোমরা পাক সেরে ফেল, না হ'লে—এলে পাক ক'রে দিতে গেলে অনেক সময় লাগ্‌বে।"

দুই দিন এমনি করিয়া ভাত নষ্ট না হইলেও, অনন্তকে খাওয়ানো ঘটে নাই। কারণ অনন্ত সে-দিন আসে নাই।

দারোগার অপমানের কথা অনন্ত ভুলিতে পারে নাই। অনন্তের বাড়ী ফিরিবার কয়েক মাস পরে, একদিন সেই দারোগা মাঠের মধ্য দিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছিলেন। অনন্ত দারোগাকে দেখিবা-মাত্র নিজের ঘোড়া ছুটাইল। দারোগার পাশে আসিয়া অনন্ত বলিল—"তুমি সেই দারোগা না?—থানার মধ্যে সে দাদাকে আর আমাকে অপমান করেছিলে?—আজ?"

দারোগা চাহিয়া দেখিলেন এবং চিনিলেন—এ সেই অনন্ত। দারোগার বুকের রক্ত শুকাইয়া গেল। এই মাঠের মধ্যে যদি তাঁহাকে মারিয়াও ফেলিয়া দেয়, কেহ তো খোঁজ পাইবে না। মরি-বাঁচি করিয়া দারোগা ঘোড়া ছুটাইলেন; কিন্তু অনন্তের ঘোড়া চালানোর সঙ্গে পারিবেন কেন? নিজের ঘোড়ার উপরে থাকিয়াই

দারোগার হাত ধরিল

শরীরটাকে হেলাইয়া দিয়া অনন্ত দারোগার হাত টানিয়া ধরিল। দারোগা ঘোড়া থামাইয়া দিয়া নামিয়া পড়িলেন। অনন্তও টক্ করিয়া নামিয়া তাঁহার সামনে যাইয়া দাঁড়াইল এবং কিছুক্ষণ কুটিল চাউনি দিয়া পরে বলিল—"আমাকে চিন্‌তে পারনি সে-দিন, আজ ভাল ক'রে চিনিয়ে দি, ভবিষ্যতে যাতে আর ভুল না হয়!—আমার নাম অনন্ত, তোমার জেলের বা কালাপানির ভয় করে না। চল, আমাদের বাড়ীতে তোমার নেমন্তন্ন, চল"—বলিয়া অনন্ত এ... জোর করিয়াই তাহাদের বাড়ীতে দারোগাকে লইয়া গেল।

দারোগাকে বাহিরের একটি ঘরে বসিতে বলিয়া অনন্ত সুব... প্রতাপকে ডাক দিল। প্রতাপের বয়স পনর কি ষোল। প্রতাপ অনন্ত... বাধ্য। অনন্তের কোনো পুত্র-সন্তান জন্মে নাই; তাই প্রতাপের উপরেই ... চণ্ডী উভয়েরই বাৎসল্য পড়িয়াছে। কাকার ডাক শুনিয়া প্রতাপ আসিয়া ... দারোগা মুখ কাচুমাচু করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। দারোগার দিকে ... চাহিয়া লইয়া প্রতাপ বলিল—"কাকা, ডাক্‌চ কেন?"

উত্তরে অনন্ত হাসিতে হাসিতে বলিল—"দারোগাবাবুর কাছে ব'সে ... তো! আমার থানায় যেতে হবে, সাজগোছ ক'রে আসি!"

দারোগাকে লক্ষ্য করিয়া সে আবার বলিল—"পালানোর চেষ্টা ... ক'রে ব'সে থাকো, যা খেতে দিচ্ছি খেয়ে নাও!"

বাড়ীর ভিতরে যাইয়া অনন্ত বড় একখানা রামদা ধার দিতে আরম্ভ ... তাহার স্ত্রী চণ্ডী আসিয়া বার বার এই রামদা ধার দেওয়ার কারণ জিজ্ঞা... লাগিল। কিন্তু অনন্ত প্রত্যেক বারেই হাসিয়া হাসিয়া উত্তর দিল- ... ঢাল-সড়কি নিয়ে, রামদা নিয়ে লড়াই করে, তাকে তা' ধার ... রক্ত নিয়ে যে খেল্‌তে ভালোবাসে, তাকে বাধ্য হ'য়েই রক্ত মাখ্‌তে ...

অনন্তের দুষ্ট হাসি ও চোখের ভাব দেখিয়া চণ্ডীর ...জেই মনে হইল—আবার যেন কোথায় কি ঘটিবে। স্বামীর নিকট হইতে তাই কোনো কথা ... করিতে না পারিয়া চণ্ডী 'প্রতাপ' 'প্রতাপ' বলিয়া ডাকিতে লাগিল। প্রতাপ

কেমন করিয়া আসিবে ? বাহিরে বসিয়া দারোগাবাবুকে সে যে পাহারা দিতেছে। চণ্ডী আবার ডাকিল—"প্রতাপ, প্রতাপ।"

ডাকের উত্তরে প্রতাপ বলিল—"এখন আস্‌তে পার্‌ব না—দেরী হবে।"

প্রতাপের উত্তর শুনিয়া, স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া অনন্ত হাসিয়া বলিল—"দেখ চণ্ডী! অনন্ত সর্দ্দারের ভাইপো কাঁচা কাজ করতে পারেনা—শুনবে? ঐ শোনো। দারোগাকে ধ'রে এনে বসিয়ে রেখে এসেছি, প্রতাপ সেখানে ব'সে আছে। ও লোকটা দাদাকে আমার সামনে অপমান ক'রেছিল, আর আমাকেও বাদ দেয়নি, সেজন্যে ওকে কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ফেল্‌লেও গায়ের ঝাল মিট্‌বে না।"

লোককে খুন করিতে এবং তাহা দেখিতে চণ্ডীরও ভয় নাই, কিন্তু দারোগার কথা শুনিয়া চণ্ডী হতাশ হইল এবং স্বামীকে বলিল—"দেখ, আমি বলি—এবার ওকে শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দাও, খুন ক'রে কাজ নেই—দারোগাকে খুন করা কম কথা নয়।"

অনন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল—"চণ্ডী ! রুইদাস সর্দ্দারকে যে অপমান করত, শুনেছি তা'কে তিনি কেটে কেটে নুন ঢেলে দিতেন। তাঁর মেয়ে তুমি—মনে থাকে যেন ! আগে মান, তারপরে প্রাণ, যে অপমান সহ্য ক'রে বেঁচে থাকে, তা'কে আমি কুকুর ছাড়া আর কিছু বলি না। অপমান সহ্য ক'রে বেঁচে থাকার চেয়ে, অপমানকারীকে খুন ক'রে ফাঁসিতে ঝোলা বা দ্বীপান্তরে যাওয়া অনেক সুখের।"

চণ্ডী স্বামীর চণ্ড মূর্ত্তি দেখিয়া কিছু বলিতে পারিল না

গাড়ীর মধ্যে রামদা ধার দেওয়া হইতেছে, এমন সময় অনন্তের দাদা সুবল আসিয়া উ[illegible]ত হইল। সুবলকে দেখিবামাত্র দারোগা কাঁদিয়া পড়িল। সুবল দেখিল, দারো[illegible] পূজার পাঁটার মত বসিয়া আছে, আর তাহারই ছেলে প্রতাপ দারোগারই [illegible]ছে বসিয়া রহিয়াছে। দৃশ্যটি দেখিয়াই সুবল বুঝিতে পারিয়াছিল—অনন্ত ক্ষেপিয়া গিয়াছে, দারোগাকে কাটিবার বা উত্তম-মধ্যম দেওয়ার কোনো মতলব করিয়াছে। দারোগা নিতান্ত নিরুপায়ের মত

বলিলেন—"সুবল! আমাকে তুমি রক্ষা করো, সেদিন আমি অন্যায়ই ক'রেছিলাম, চিরদিন আমি তোমাদের মনে রাখ্‌ব।"

দারোগার ভাব দেখিয়া ও কথা শুনিয়া সুবলের দয়া হইল। প্রতাপকে বলিল—"প্রতাপ, তোর কাকাকে ডেকে আন্।"

প্রতাপ সেখানে দাঁড়াইয়াই কাকাকে ডাকিতে লাগিল।

সুবল বলিল—"যেয়ে ডেকে আন।"

প্রতাপ অনিচ্ছার ভাব দেখাইয়া টানিয়া টানিয়া বলিল—"কাকা ব'লে গেছেন; তিনি না আস্‌লে—"

এমন সময়ে অনন্ত রামদা লইয়া বাহিরে আসিয়াই দেখে, তাহার দাদা দারোগার সঙ্গে আলাপ করিতেছেন। অনন্ত তাহার দাদার কোনো কথার অপেক্ষা না করিয়াই বলিল—"দাদা, সেদিন থানার মধ্যে পেয়ে তোমাকে ও অপমান ক'রেছিল—আজ ওকে শেষ ক'রে ছাড়্‌ব।"

সুবলের স্বভাবের একটা গুণ ছিল এই যে, তাহার শত্রুতা থাক্ না কেন কারুর সঙ্গে, সে ক্ষমা চাইলে সুবল অতি অল্পেই তাহাকে ক্ষমা করিত। "অনন্ত শোন্"—সুবল বলিল—"দারোগাবাবু ক্ষমা চেয়েছেন, তারপর আর কথা কি? তখন নতুন কেবল থানায় এসেছিলেন, আমাকে উনি চিন্‌বেনই-বা কি ক'রে? আমার কথা রাখ্, দারোগাবাবুকে জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে যে অন্যায় করেছিস্ তার জন্যে ক্ষমা চেয়ে নে।"

তারপর দারোগাবাবুর দিকে ফিরিয়া সে বলিল—"দারোগাবাবু! ও টক্ ক'রে ক্ষেপে যায়, আমায় কিছু বল্‌লে ওর মোটেই সহ্য হয় না, ওর এই পাগলামির জন্যে আপনিও ওকে ক্ষমা করুন।"

দাদার প্রস্তাবটি যে মারাত্মক সহজেই তাহা অনুমেয়। [illegible] মাথা শুধু নীচু হইবে, তাহাই নহে, মাথা একেবারেই কাটা যাইবে। কিন্তু দাদার আদেশের বিরুদ্ধে চলিতে কোনো দিনই অনন্ত [illegible] নাই, [illegible] পারিল না। রামদা প্রতাপকে দিয়া বাড়ীর মধ্যে পাঠাইয়া দিয়া দারোগাকে সে বলিল—"মনে কিছু করবেন না, দারোগাবাবু! মানুষের সঙ্গে মানুষের মত ব্যবহার করবেন,

ভুল্‌বেন না---চাষারও মান-অপমান-জ্ঞান আছে। আপনার এত বেলা পর্য্যন্ত কিছু না খাওয়ায় কষ্ট হয়েছে—একটু জল-টল খেয়ে আপনাকে যেতে হবে।”

দারোগাকে ডাব পাড়িয়া জল খাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইল। দারোগাও ‘না’ বলিতে পারিলেন না।

সুবল দারোগার সঙ্গে সঙ্গে কিছু দূর গেল। ফিরিবার কালে দারোগাকে সাবধান করিয়া দিবার জন্য বলিল—“দারোগাবাবু! এ ব্যাপার নিয়ে বেশী নাড়াচাড়া কর্‌বেন না। শুন্‌লেনই তো ওর মুখের কথা, ও তা পারে।”

এক বৎসর পরেই অনন্তের দাদা এবং বৌদি একমাত্র ছেলে প্রতাপকে রাখিয়া মারা যায়। বাপ-মা-মরা প্রতাপের উপর অনন্তের টান দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। প্রতাপ চোখের আড়ালে গেলে অনন্ত অস্থির হইয়া পড়িত। প্রতাপও কাকাকে বাপের মতই দেখিত। অজস্র আব্‌দারে অনন্তকে পাগল করিয়া দিত। অনন্ত হাসিমুখে সমস্ত আব্‌দারই পূরণ করিয়া চলিত। আশ্চর্য্যের কথা, অনন্তকে প্রতাপ অনেক সময়ে শাসনও করিত। অনন্ত হাসিয়া হাসিয়া তাহার শাসন মানিয়া চলিত।

বাঁশী বাজানো প্রতাপের একটা সখ ছিল। চণ্ডী কত বলিত—“বাবা, রাত্রে বাঁশের বাঁশী বাজাতে নেই।”

প্রতাপ তত আড়ি দিয়া দিয়া রাত্রে বাঁশী বাজাইত। চণ্ডী ও প্রতাপের [illegible] এই লইয়া অনেক সময় যে কথা কাটাকাটি হইত, অনন্ত তাহা শুনিত আর হাসিত। [illegible]ণ্ডী স্বামীর হাসিতে বিরক্ত হইয়া বলিত—“তুমি একবার বল্‌তে পার না? শুনেছ [illegible]সাপ-খোপ গর্ত্ত থেকে বাঁশীর শব্দে উঠে আসে। ও পোড়া-কপালে' একটা কাণ্ড না [illegible] ছাড়্‌বে না দেখ্‌ছি!”

স্ত্রীর কথায় অনন্ত একদিন বলিল—“প্রতাপ! বাঁশীতে সাপ আসে, সেই-জন্যেই বাঁশী বাজাতে তোর ছোট-মা নিষেধ ক'রেছে।”

প্রতাপ উত্তরে বলিল—"মশারি গুঁজে দিয়ে শুয়েছি, সাপ ঢুক্‌তে পারবে কেন ?"

অনন্ত এবার কোন যুক্তি না দিয়া একটু হাসিয়া উঠিল।

অনন্তের সুখের সংসার। বেশ কিছু জমি-জমা আছে। ঐ জমিতে যে পরিমাণ ধান পাওয়া যায়, তাহাতে বছর চলিয়া আরো যাহা থাকে, তাহা দিয়া বাকী খরচও কুলাইয়া যায়। সংসারে তিনটি মাত্র লোক, কিন্তু অনন্তের আর একটা সংসার ছিল, সে সংসারের লোকের হিসাব নাই। অনেক গরীব-দুঃখীকে মাঝে মাঝে সে সাহায্য করিত। তাহার এক শিষ্য ছিল বড় গরীব। অতি ছোট কালে তাহার বাবা মরিয়া যায়। এই সংসারটির ব্যয় অনন্তই এক রকম বহন করিত। এই শিষ্যের লাঠি-খেলায় হাত খুব ভালো ছিল, তাই অনন্ত তাহাকে আরো ভালোবাসিত। ছেলেটির মা অনন্তকে 'বাবা' বলিয়া ডাকিত, অনন্তও তাহাকে নিজের মেয়ের মতই দেখিত। সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে অনন্ত যথাসাধ্য সাহায্য করিত।

একদিন চৌকিদারের ট্যাক্স আদায় করিতে আসিয়া আদায়কারী ঐ মেয়েলোকটিকে অপমানকর কথা বলে। মেয়েটি ছেলেকে গোপনে অনন্তকে ডাকিয়া আনিতে পাঠাইল। অনন্ত আসিয়া উঠানে দাঁড়াইতেই মেয়েলোকটি কাঁদিয়া উঠিল এবং যে-কথা বলিয়া লোকটি তাহাকে অপমান করিয়াছে, সেই কথা বলিয়া দিল। অনন্ত তাহাকে দিয়া ক্ষমা চাওয়াইয়া ছাড়িল এবং বলিয়া দিল—"এর টাকা আমার কাছে চা'বেন, আর কাল এসে এর ট্যাক্স নিয়ে যাবেন।"

মাঝে মাঝে অনেককেই অনন্ত এরূপ সাহায্য করিত। [illegible] বলিয়া গ্রামের অনাথারা ছেলেমেয়ে লইয়া নিরুপদ্রবে থাকিতে পারিত।

কিছুদিন পরের কথা—একটা বিলের মাছ মারা লইয়া দুই গ্রামের

মধ্যে ভীষণ গণ্ডগোল বাধিল। পাশের গ্রামের কয়েকটি লোক, অনন্তের গ্রামের একটি ছেলেকে একা পাইয়া ভীষণ ভাবে মারিয়া ছাড়িয়া দেয়। ছেলেটি গ্রামে আসিয়া তাহার দাদাকে বলে। "কি এত বড় কথা?"—বলিয়া দাদা দুই চারিজন লোক জুটাইয়া তাহার পরদিন ঐ বিলের মধ্যে সেই কয়েকটি লোককে

ভীষণ লড়াই

[illegible]নের সাথে পিটাইয়া দেয়। ফলে এপক্ষে জোটাজুটি আর ওপক্ষে জোটাজুটি।

এই দুইটি গ্রামই নমঃশূদ্র-প্রধান। প্রত্যেকের আত্মীয়-স্বজন সাহায্যের জন্য ঢাল-সড়কি লইয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। শেষে এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে, মুসলমানরাও [illegible] পক্ষে যোগ দিল। দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্র হইয়া পড়িল। একে একে আশে-[illegible]র সমস্ত গ্রাম লড়াইতে জড়াইয়া পড়িল।

বাধিয়া গেল লড়াই। মাথায় মাথায় মাঠ ছাপিয়া গেল। অনবরত লাফালাফি, দাপাদাপি, লাঠি-সড়কির ঠোকা-ঠুকি, রামদার কোপা-কুপি, হাঁকা-হাঁকি,

ডাকা-ডাকি ইত্যাদি চলিতে লাগিল। কখন একপক্ষ হটিয়া যায়, আবার মার মার করিয়া বিরোধীদের হটাইয়া দেয়। কেহ কোপ খাইয়া চীৎকার করিয়া পড়িয়া যাইতেছে, কাহারও মাথা লাঠির ঘায়ে ফাটিয়া চৌচির হইয়া যাইতেছে। কেহ সড়কিতে বাধাইয়া হেঁচ্ড়াইয়া হেঁচ্ড়াইয়া লোক টানিয়া আনিতেছে; কেহ পা দিয়া চাপিয়া ধরিয়া জোর করিয়া সড়কি টানিয়া বাহির করিতেছে; কেহ রামদা দিয়া ঐগুলির মাথা কাটিয়া ফেলিতেছে। ভীষণ সে দৃশ্য !

এক এক সর্দ্দারের অধীনে চার পাঁচ শত করিয়া লোক। দুই-তিন দল সামনে যাইয়া লড়াই করিতে থাকে, তখন যাহারা লড়াইতে ব্যাপৃত, তাহারা কায়দা করিয়া আস্তে আস্তে পিছাইয়া পড়ে। ঐ ফাঁকে উহারা খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া লয়। কতক লোক ভাত রাঁধার কাজেই ব্যস্ত। বড় বড় হাঁড়িতে করিয়া সিদ্ধ করে আর ঢালে। আর একদল ভাত আগাইয়া দিবার জন্য প্রস্তুত আছেই। ধামা ভরিয়া ভরিয়া ভাত লইয়া যায়। চার-পাঁচজন লাঠিয়ালের জন্য এক ধামা ভাত আর এক ঘটি জল। ঢাল মুড়ি দিয়া লড়াইয়ের পিছনে কিছু দূরে বসিয়া খাইয়া লয়। ঘণ্টায় ঘণ্টায় নূতন দল আগে যাইয়া লড়ে। যাহারা পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে, তাহারা আস্তে আস্তে পিছনে পড়িতে পড়িতে সরিয়া আসিয়া বিশ্রাম করে। তখন আগে যাহারা বিশ্রাম করিবার জন্য আসিয়াছে, তাহারা যাইয়া নূতন উৎসাহে লাফাইয়া পড়ে। সারাদিন এমনি ভাবে চলে, রাত্রিতে জাগিয়া থাকিয়া এক এক দল পাহারা দেয়। অন্য সকলে ঢাল-সড়কি হাতের কাছে লইয়া এক-রকম প্রস্তুত হইয়া শুইয়া থাকে। দিনের পর দিন এই ভাবে লড়াই চলিল।

অনন্ত সর্দ্দারের সড়কির মুখে এক একদিন কত লোক [illegible] লাগিল, কে গুণিয়া শেষ করিবে? অনন্ত কোপে কোপে [illegible] মারিয়া টানিয়া টানিয়া এক একটাকে আনিতে লাগিল, আর এক এক কোপে কাটিয়া কাটিয়া ফেলিতে লাগিল। বিপক্ষের বড় বড় সর্দ্দার প্রায় নিঃশেষ হইয়া গেল।

তারপর দিন লড়াইতে যাইবার সময় অনন্ত বলিল—"প্রতাপ! চল্ তোকে নিয়ে যাই—আমার পাশে ব'সে আমি যেগুলো ভুঁড়ি মেরে টেনে টেনে আন্‌ব, তুই সেগুলোর মাথা কেটে কেটে ফেল্‌বি।"

এতদিন প্রতাপ কেবল ভাত রাঁধার কাজ আর ধামা ভরিয়া ভরিয়া ভাত দিয়া আসিবার কাজই করিয়াছে। কাকার প্রস্তাব শুনিয়া তাহার খুব স্ফূর্ত্তি হইল। কাকার পাশে বসিয়া মাথা কাটিয়া কাটিয়া ফেলিবে, এ তো কম আনন্দের কথা না! তাহার বয়সের কাহারও ভাগ্যে এ সৌভাগ্য হইবে না। এই সব নানা কথা ভাবিয়া প্রতাপের স্ফূর্ত্তি আরও বাড়িয়া গেল। তাড়াতাড়ি ঢাল ও রামদা বাহির করিয়া আনিয়া উঠানে রাখিল। এই ঢালখানি অনন্ত প্রতাপকে বানাইয়া দিয়াছিল। ইহা যেমনি মজবুত তেমনি কায়দার।

লড়াইতে যাইবার আগে অনন্তের দুইটি নিয়ম ছিল। এক, রক্ত দেখিয়া যাওয়া, আর, উঠানে ঢাল-সড়কি রাখিয়া প্রদক্ষিণ করা। নিজের শরীর চিরিয়া অনন্ত খানিক রক্ত বাহির করিল এবং প্রতাপের হাত এবং নিজের হাত সেই রক্তে লাল করিয়া 'জয় মা কালী' বলিয়া ডাক ছাড়িল। প্রতাপ ছোটমাকে প্রণাম করিয়া ঢাল রামদা লইয়া দাঁড়াইল। অনন্ত স্ত্রীকে বলিল—"সাবধানে থেকো।"

স্ত্রীও প্রতাপের দিকে চোখ ইসারা করিয়া স্বামীকে বলিল—"সাবধান।"

'জয় মা কালী', 'জয় মা কালী' বলিতে বলিতে খুড়ো-ভাইপো মাঠের দিকে চলিল।

লড়াইয়ের মাঝে আসিয়া প্রতাপের গা কাঁপিতে লাগিল। প্রাণ নেওয়ার ও প্রাণ দেওয়া চীৎকারে কানে কিছুই শোনা যায় না। কাজে ভিড়িয়াই অনন্ত এক সর্দ্দারের ভুঁড়ি ফুঁড়িয়া টানিয়া আনিল। লোকটা—'বাবা রক্ষা কর, বাবা রক্ষা কর' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে সড়কির সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিল। ঐ অবস্থা দেখিয়া প্রতাপ থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। অনন্তের আর

হুঁস্ নাই। মানুষ মারায় ক্ষেপিয়া গিয়াছে। চোখ বাঘের মত জ্বল্ করিতেছে। টানিয়া আনিয়া ঠাসিয়া ধরিয়া বলিল—"কাট্ এটার মাথা!"

প্রতাপ একেবারে ঘাব্ড়াইয়া গেল। রামদা তুলিয়া কোপ দিবার শক্তি যেন তাহার হারাইয়া গেল। প্রতাপ কাটিতে ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া অনন্ত সর্দ্দার গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল—"কাট্‌বি তো কাট্, না কাটিস্ তো তোকে শুদ্ধ আমি কাট্‌ব!"

কাকার মুখের দিকে চাহিয়া প্রতাপ দেখিল, তাহার মাথায় খুন চাপিয়া গিয়াছে। ভয়ে সে চোখ বুজিয়া কোপ ছাড়িল। এক কোপে গলা সম্পূর্ণ কাটিল না দেখিয়া আর এক কোপ মারিল। গলা ছুটিয়া দূরে চলিয়া গেল। গলা হইতে ফিন্‌কি দিয়া রক্ত ছুটিল। প্রতাপের চোখ-মুখ-গা—সব রক্তে ভরিয়া গেল। প্রতাপ রক্তে স্নান করিয়া উঠিল। পাঁচ-সাতটা কাটিবার পর প্রতাপের আর জ্ঞান নাই। একবার কোপ তোলে আর ছাড়ে। প্রতাপের এই জ্ঞানহারা ভাব হঠাৎ অনন্তের চোখে পড়িল। অনন্ত দেখিল—সর্ব্বনাশ। এখনই তাহাকে মারিয়া ফেলিবে তো! আক্রমণ ছাড়ান দিয়া প্রতাপকে ধরিল এবং তাহার হাত হইতে রামদা কাড়িয়া লইল। প্রতাপের সে ঝুল আর যায় না। হাত একবার উঠাইতে একবার নামাইতে লাগিল। অনেক কষ্টে, চারিদিকের আক্রমণের হাত হইতে বাঁচাইয়া অনন্ত তাহাকে লড়াইয়ের মধ্য হইতে বাহিরে, পরে বাড়ী লইয়া আসিল।

চণ্ডী দেখিল, প্রতাপকে অনন্ত ও আর একজন লোক বহিয়া আনিতেছে। প্রতাপের কাপড় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রক্তে একেবারে একাকার। যেখানে যত ভালোবাসা সেখানে ততই আশঙ্কা। চণ্ডীর মনে আশঙ্কাই জাগিয়া উঠিল। "প্রতাপ রে বাবা!"—বলিয়া সে ছুটিয়া উঠানে যাইয়া পড়িল।

অনন্ত বলিল—"কিছু হয়নি, অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছে—জল আন্—জল আন!"

চণ্ডী পাগলের মত যে যাহা চাহিতেছিল, তাহাই যোগাইতে লাগিল। অস্ফুট স্বরে সব সময়েই "দোহাই মা কালী—দোহাই মা কালী—চিনির ভোগ—সন্দেশের ভোগ দেব মা"—বলিয়া বার বার কালীকে স্মরণ করিতে লাগিল।

মাথায় জলের ধারা পাইতে পাইতে প্রতাপ চোখ মেলিল। চোখ মেলিয়াই—"বাবা রক্ষা কর—রক্ষা কর,"—বলিয়া ঠিক তেমনি কাতর ভাবে চীৎকার করিয়া
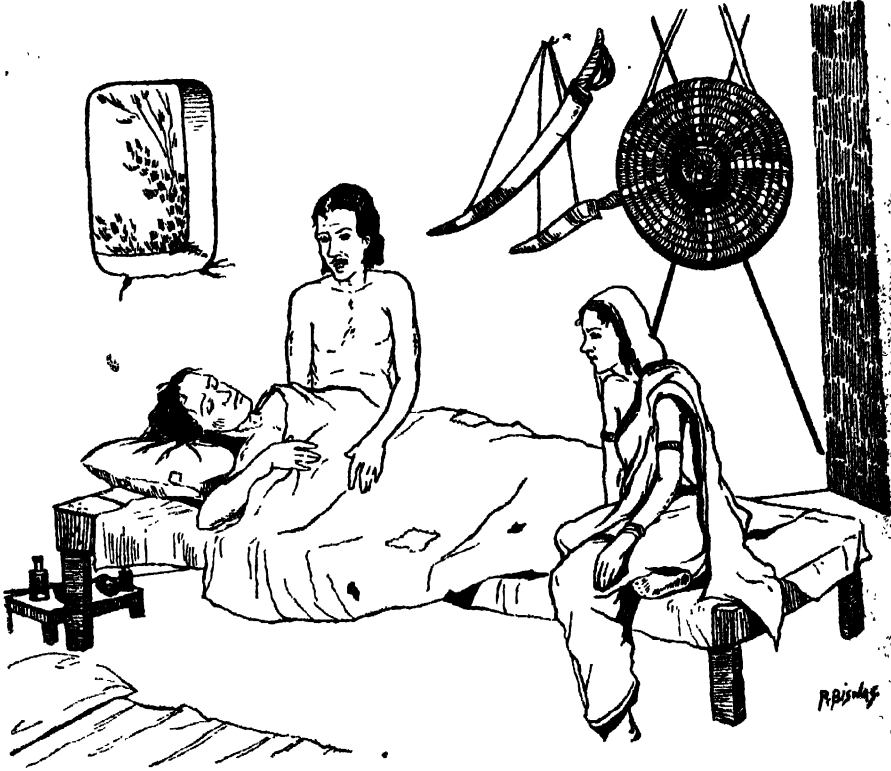
প্রতাপের জ্বর-বিকার

উঠিতে লাগিল। খুনের দৃশ্যগুলি যতই তাহার মনে ভাসিতে লাগিল, ততই সে চীৎকার ক[রি]তে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে ঐ শঙ্কাতেই ভীষণ জ্বর আসিল বিকার সঙ্গে করিয়া। ফলে বিকারের ঝোঁকে সে যা-তা বলিতে আরম্ভ করিল।

"বাবা! রক্ষা কর—বাবা! রক্ষা কর"—এই কথাটাই তাহার বুলি হইয়া দাঁড়াইল।

মাঝে মাঝে বলিতে লাগিল—'কাট্ ওটার মাথা—কাট্, কাটিস্ তো

কাট্, তা না হ'লে তোকে সুদ্ধ কেটে ফেল্‌ব !"—এই কথাটা অনন্ত তাকে বলিয়াছিল।

প্রতাপের বিকার দেখিয়া চণ্ডীর চোখের জল কিছুতেই থামিল না। প্রতাপকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া কত বলিল—"প্রতাপ! প্রতাপ! এই যে আমি, ভয় কি ? চুপ কর্—চুপ কর্!

কে কাহার কথায় চুপ করে ? প্রতাপ যেন কোথায় দাঁড়াইয়া আছে। অপলক দৃষ্টিতে সে যেন কেবল লড়াই দেখিতেছে। চণ্ডী প্রতাপের মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল—"প্রতাপ ! চেয়ে দেখ্, এই যে আমি—আমি !"

কিছুতেই প্রতাপের চোখের ঘোর কাটিল না।

অনন্ত প্রতাপকে বাড়ীতে রাখিয়াই ডাক্তার আনিতে গিয়াছিল। ডাক্তার লইয়া ফিরিয়া আসিয়া ঐ এক কথাই শুনিল বার বার নিজেকে দোষ দিতে লাগিল—কেন সে তাহাকে লইয়া গেল ? চণ্ডীর চোখের জলের বিরাম নাই, অনন্তের চোখ জলে ভরিয়া আসে, আর অনন্ত কাপড় দিয়া তাহা মুছিয়া ফেলিতে লাগিল। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া অনন্তকে গোপনে ডাকিয়া বলিলেন—"ছেলের আশা কম, তবে যে ওষুধ দিলাম, তাতে শীগ্‌গির ফল হবে ব'লে আশা করি।"

একে প্রতাপকে লইয়া টানাটানি, তারপর আসিল আর এক বিপদ। বিপদের উপর বিপদ চাপানো ভগবানের যেন একটা খেয়াল। অনন্তের সড়কিই এই বিপদের জন্য দায়ী। এই কয়েক দিনের লড়াইতে অনন্ত একে একে বিপক্ষের বড় বড় সর্দ্দারের প্রাণান্ত করিয়া ছাড়িয়াছে। অনন্তকে শেষ করিতে না পারিলে, বিপক্ষের সব যে নিঃশেষ হইয়া যাইবে, বিপক্ষের সকলেরই নিঃসন্দেহে এ ধারণা জন্মিল। কোনো সর্দ্দার বলিল—"দেখ্‌না কেন, কালই আমি ওকে শেষ ক'রে দিচ্ছি !"

অন্য একজন বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল—"এ পর্য্যন্ত অনেকেই তাকে শেষ করতে চেয়েছে,—ও কোনো কাজের কথা নয়। আমি একটা বুদ্ধি করতে চাই—খুব সহজে কাজ হ'য়ে যাবে। আজ রাতে একজন ওর ঘরে ঢুকে ওকে খুন ক'রে ফেলুক—।"

এইরূপ সুন্দর ও [illegible] প্রস্তাবে সকলেই বলিল—"ঠিক—ঠিক।" কিন্তু অনন্ত সর্দারের বাড়ীতে উঠিয়া, ঘরে তো পরের কথা, অনন্ত সর্দারকে খুন করার কথা ভাবিয়া প্রত্যেকেরই বুক কাঁপিয়া উঠিল। কে যাইবে—ইহা লইয়াই বাধিল সমস্যা। যাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, সে-ই বলে—"পারি—তবে অনন্ত যদি সজাগ থাকে? আর তার ভাইপোর যখন অসুখ, নিশ্চয়ই কেউ না কেউ সজাগ থাক্‌বেই।"

শেষে যখন দেখা গেল—সকলেরই আপত্তি, তখন প্রস্তাব টিকিল না। একজন উঠিয়া বলিল—"তার ভাইপোর অসুখ, এই তো মস্ত সুযোগ। একে রাত-জাগা, তারপর এত পরিশ্রমে বেশ দুর্ব্বল হ'য়েই প'ড়েছে—আমরা দল সুদ্ধ লুকিয়ে থেকে ওর বাড়ী ঘিরে ফেলি। একা এতগুলো সর্দ্দারের সঙ্গে ও পারবে না। সেই হবে সব-চেয়ে ভালো।"

অগত্যা এই প্রস্তাবই দাঁড়াইয়া গেল।

সময়মত প্রায় দুই-তিন শত লাঠিয়াল অনন্তের বাড়ী ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া 'ডাক' ছাড়িয়া উঠিল। অনন্ত বাহির হইয়া দেখিল—তাহার বাড়ীর চারিদিকে কেবল মাথা আর মাথা! ঘরে যাইয়া চণ্ডীকে বলিল—"চণ্ডী! সর্ব্বনাশ! বাড়ী ঘিরে ফেলেছে!—ঘর ঘিরে ফেল্‌লে সর্ব্বনাশ হবে!"—বলিয়াই কাপড়টা ঠিক করিয়া ঢালখানা ও সড়কি হাতে লইল এবং বলিল—"চণ্ডী, এই বোধ হয় এ জীবনের শেষ দেখা, যদি মরি—কি হবে কে জানে?"—আর বলিতে পারিল না।

চণ্ডীর চোখের জল দর দর করিয়া ঝরিতে লাগিল। সে-ও বেশী বলিতে পারিল না। শুধু বলিল—"মা কালী কি দেখ্‌বেন না ?"

অনন্ত প্রতাপকে একবার দেখিয়া লইয়া বলিল—"প্রতাপ ! [illegible] দেখি তোকে বাঁচাতে পারি কি-না ?"

ঢাল-সড়কি লইয়া অনন্ত উঠানে নামিয়া দাঁড়াইল এবং বুক চিরিয়া রক্ত দেখিয়া লইল। অনন্ত যেন আর সে অনন্ত থাকিল না। [illegible] চোখ দিয়া আগুন বাহির হইতে লাগিল। মুখ মাটীতে মিশাইয়া এত জোরে 'আ-আ' বলিয়া ডাক ছাড়িল, মনে হইল মাটী যেন চিরিয়া গেল। ডাক শুনিয়া এবং অনন্তের অগ্নিমূর্ত্তি দেখিয়া অনেকেরই বুক কাঁপিয়া উঠিল। দেহের বল, মনের উৎসাহ—সব যেন পায়ের তলা দিয়া মাটীতে মিশিয়া গেল। বিপক্ষেরা এই ডাক শুনিয়া ছত্রভঙ্গ হইল। অনন্ত 'মা' 'মা' বলিয়া লাফাইয়া পড়িল। পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই দুইটি লোককে এক কোপে গাঁথিয়া লইয়া আসিল। এই দুইটির রক্তে অনন্তের চেহারা আরো ভীষণ হইল।

একটার পর একটা করিয়া অনন্তের সড়কির মুখে প্রাণ হারাইতেছে দেখিয়া অনেকেই পলাইতে লাগিল। একদল দেখিল, কোপাইতে কোপাইতে অনন্ত বাড়ীর একটু নীচেয় নামিয়া গিয়াছে। ঐ ফাঁকে তাহারা পিছনের দিক্ দিয়া অনন্তের বাড়ীর উপরে যাইয়া উঠিল। অনন্তের কোনো খেয়াল ছিল না। বাড়ীর উপরে লোক উঠিয়াছে দেখিয়া চণ্ডী ঢাল-সড়কি লইয়া বারান্দায় দাঁড়াইল। চণ্ডীর বয়সও তো কম হয় নাই। পারিবে কেন ? তাহা ছাড়া বিপক্ষে একজন নয়—একটি দল ! চণ্ডী দুই-এক কোপ ঠেকাইল, কিন্তু কয়জনের কোপ ঠেকাইবে ? একটি কোপ যাইয়া চণ্ডীর বুকে বসিয়া এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হইয়া গেল। চণ্ডী 'বাবা গো' বলিয়া একটি চীৎকার দিয়া পড়িল এবং দলটি হুড়মুড় করিয়া দৌড়িয়া পলাইয়া গেল।

ইহার মধ্যে অনন্তের লোকজন আসিয়া পড়ায় ঐ সব লোক পলাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। অনন্ত চণ্ডীর চীৎকার শুনিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিল—চণ্ডীর

বুকে সড়কি বিঁধিয়া রহিয়াছে। 'চণ্ডী' বলিয়া অনন্ত আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। অনন্ত চণ্ডীর বুকের সড়কি টানিয়া বাহির করিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রাণটাও বাহির হইয়া গেল। অনন্ত চণ্ডীর জন্য না কাঁদিয়া পারিল না। সমস্ত কথা তাহার যতই মনে হইতে লাগিল, ততই তাহার কান্না ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল।

ডাক্তার আসিয়াছিলেন প্রতাপকে দেখিতে। তিনি আসিয়া ঐ কাণ্ড

চণ্ডীর লড়াই

দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। অনন্তকে বলিলেন—"কেঁদ না, তোমার ভাইপোর অবস্থা আরো খারাপ হ'য়ে পড়্বে, ওর জ্ঞান একটু ফিরেছে!"

অনন্ত দম ধরিয়া কি যেন ভাবিল। এবং ভাবিয়া হঠাৎ খুব গম্ভীর হইয়া গেল

শব-দাহের সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, সে চুপ করিয়া প্রতাপের বিছানার পাশে যাইয়া বসিল। সেদিন অন্য যাহারা ছিল, তাহারাই লড়াইতে গেল। অনন্ত প্রতাপকে লইয়া বসিয়া থাকিল।

সন্ধ্যা ঘোর হইয়া গিয়াছে। ঘরে চণ্ডী নাই—অনন্তের অসহ্য হইতে লাগিল। চোখ ফাটিয়া জল গড়াইতে লাগিল। প্রতাপের জ্ঞান একটু ফিরিয়া আসিয়াছে। প্রতাপ ডাকিল—"ছোটমা! ছোটমা!"

ব্যথায় অনন্তের গলা ধরিয়া গেল। কোনো রকমে কান্না চাপিয়া অনন্ত বলিল—"এই যে আমি—কাকা।"

রাত্রি দুই প্রহরেরও ওদিকে গিয়াছে। অনন্ত তেমনই প্রতাপের বিছানার পাশে বসিয়া আছে। কি যে ভাবিতেছিল, সে-ই জানে। একটা আলো শিয়রেই জ্বলিতেছিল। অনন্ত একদৃষ্টিতে সেই আলোর দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ উঠিয়া বসিল—"কি! আমার স্ত্রী মরল সড়কির কোপ খেয়ে?"—অনন্ত এই ভাবিয়াই জ্বলিয়া উঠিল। সমস্ত অন্তঃকরণ এক কথাই বলিল—'প্রতিশোধ'। প্রতিশোধের কথা চিন্তা করিয়া অনন্তের রক্ত যেন টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতে লাগিল। রাত্রির অবশিষ্ট সময়টুকু তাহার কাছে একান্তই অসহ্য ঠেকিতে লাগিল! অনন্তের শোক ভীষণ রাগে পরিণত হইয়া গেল। সারারাত সে কেবল প্রতিশোধের কথাই ভাবিল।

অনন্তের পক্ষের লোক মহা বিপদে পড়িল। অনন্ত কাল যায় নাই, তাহারা কোনোমতে লড়িয়া আসিয়াছে। তাহারা ভাবিল—কাল স্ত্রী মারা গিয়াছে, এদিকে ভাইপোর ভীষণ জ্বর, অনন্তকে লড়াইতে ভিড়ান যাইবে কেমন করিয়া? ভাবিয়া কেহই কোনো কূল পাইল না এবং কাহারও সাহসে কুলাইল না যে, অনন্তকে অনুরোধ করিয়া আসে। অগত্যা নিজেরাই লড়াইর জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। ইহার মধ্যে অনন্ত সকালে উঠিয়াই পাশের বাড়ীর এক বুড়ীকে এবং উহার সেই পালিত কন্যাকে ডাকিয়া পাঠাইল। তাহারা দুইজনেই আসিয়া উপস্থিত হইল। অনন্ত বলিল—"প্রতাপকে দেখ—যদি বাঁচি ভালো, আর না বাঁচ্‌লে ওকে তোমরা ফেল না!"—বলিয়া সে ঢাল-সড়কি লইয়া ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া, চণ্ডীর হাতে-গড়া সংসারের দিকে কতক্ষণ চাহিয়া থাকিল, তারপর প্রতাপের দিকে চাহিয়া বলিল—"বাবা, তুমি একটু ঘুমোও, আমি একটু ঘুরে আসি।"

তারপর 'জয় মা কালী' বলিয়া অনন্ত ঘর ছাড়িয়া রাস্তায় উঠিল।

অনন্তের চোখের দিকে আজ আর চাওয়া যায় না। বড় বড় চোখ হইতে যেন আগুন বাহির হইতেছিল। সমস্ত মুখে হত্যার নিষ্ঠুরতা, প্রতিশোধের ভীষণতা যেন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। অনন্তের দিকে চাহিয়া যে দেখে, সে-ই বলে— "এ কি ?"

অনন্তের কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, কে লড়াইতে যাইবে বা যাইতেছে, কিছুই চাহিয়া দেখিতেছে না। অনন্তের রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া স্বপক্ষের লোকের আনন্দের এবং বিস্ময়ের আর অবধি থাকিল না। যে যাহার ঢাল-সড়কি লইয়া অনন্তের পিছনে পিছনে ছুটিল।

বিপক্ষদের আনন্দ সেদিন দেখে কে ? অনন্ত তাহাদের যম—নিশ্চয়ই আর ঢাল-সড়কি ধরিবে না। কেহ বলিতেছিল—"আজ সবগুলোকে শেষ ক'রে ছাড়্‌ব।" কেহ বলিতেছে—"বুঝ্‌বে যাদুরা আজ কত ধানে কত চাল।" সবাই আনন্দে খুব সড়কি নাচানাচি করিতেছিল। এমন সময় অনন্ত কৃতান্তের মত যাইয়া উপস্থিত হইল। দূর হইতে দেখিয়া কেহ বলিল—"না-না, অনন্ত না, সে আস্‌বে কেমন ক'রে ?"

কেহ বলিল—"ও রকম চুলের বাবরী আর কার আছে ?—অনন্ত ব'লেই তো মনে হ'চ্ছে।"

অনেক অনুমানের পর অনন্ত যখন সম্মুখে আসিয়া পড়িল, তখন আর প্রমাণের অপেক্ষা থাকিল না। অনন্ত যখন অনন্তই হইল, বিপক্ষের সড়কি-নাচানাচি সব বন্ধ হইয়া গেল। কেহ মনে মনে আবার স্পষ্টই বলিল—"হায় ! আজ আর রক্ষা নেই !" তাহারা দেখিল, সেদিনের অনন্তে আর অন্য দিনের অনন্তে অনেক পার্থক্য। অনন্তের চেহারা দেখিয়াই অনেকেই হতাশ হইয়া পড়িল।

অবস্থা দাঁড়ালই এই—সবাই পিছনে থাকিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

লড়াই আরম্ভ হইল। অনন্ত এক দিক হইতে কোপাইতে আরম্ভ করিল। কোনো দিকে তাহার দৃষ্টি নাই ; যে তাহাকে মহড়া দিতে আসিল, সে-ই প্রাণ

হারাইতে লাগিল। অনন্তকে কেহই ঠেকাইতে পারিল না। আস্তে আস্তে ভয়ে বিপক্ষেরা হটিয়া যাইতে লাগিল। শেষে শুধু হটাই না, একেবারে পিছন ফিরিয়া মরি-বাঁচি করিয়া দৌড়। অনন্তের তবুও ছাড়াছাড়ি নাই। অনন্ত দৌড়াইতে দৌড়াইতে যাহাকে শড়কির মুখে পাইতে লাগিল, তাহাকেই শেষ করিতে লাগিল। বিপক্ষেরা মাঠ ছাড়াইয়া গ্রামের মধ্যে ঢুকিয়া যে যাহার বাড়ীতে যাইয়া উঠিল। অনন্তও ধাওয়া করিয়া গ্রামে যাইয়া উঠিল। প্রথমেই পড়িল এক নামকরা লাঠিয়ালের বাড়ী। অনন্ত সেই লাঠিয়ালকে লক্ষ্য করিয়া তাহার বাড়ীর উপর যাইয়া পড়িবে, এমন সময় এক বুড়ী অনন্তের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিয়া পড়িয়া বলিল—"বাবা! রক্ষা কর্, তুই আমার ছেলে—আমার ছেলেকে খুন করিস্ নে, বাবা! রক্ষা কর্, রক্ষা কর্! আমি তোর মা; আমাকে খুন না ক'রে আমার ছেলেকে খুন করিস্ নে।"

এই কথায় অনন্তের খুনের নেশা ছুটিয়া গেল। অনন্ত বুড়ীর মুখের দিকে পাগলের মত কয়েকবার চাহিয়া, আস্তে আস্তে ফিরিয়া যাইতে লাগিল।

থানার অন্তর্গত গ্রামগুলির শান্তিরক্ষার ভার দারোগার উপর। দারোগা বহু চেষ্টা করিয়াও যখন দুই-তিন দিনের মধ্যে শান্তি ফিরাইয়া আনিতে পারিলেন না, তিনি বাধ্য হইয়াই মহকুমার কর্তাকে খবর দিলেন। মহকুমার কর্তা অনেক পুলিশ লইয়া উপস্থিত হইলেন এবং ঘটনাস্থলে দারোগাকে পাঠাইয়া নিজে থানায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

বুড়ীর কথায় অনন্ত ফিরিয়া যাইতেছিল, এমন সময় দারোগা অনেকগুলি পুলিশ লইয়া অনন্তকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। দারোগা বলিল—"অনন্ত, তোমাকে থানায় যেতে হবে—এস্-ডি-ও সাহেবের হুকুম।"

অনন্ত বন্দুকধারী পুলিশগুলির দিকে একবার চোখ ঘুরাইয়া লইয়া বলিল—"আসামী না-কি যে, থানায় যেতে হবে? এখন আমার যাওয়ার উপায় নেই।"

দারোগা অতগুলি পুলিশের জোরে, গলায় জোর দিয়া বলিলেন—"হাঁ, আসামী! ভালো চাও তো এস্-ডি-ও বাবুর সঙ্গে দেখা ক'রে এস।"

অনন্ত কি যেন একটু ভাবিল। দারোগার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া একটু পরে বলিল—"আচ্ছা যাব, এখন না, বৈকালে যাব, সাহেবকে বলবেন।"

দারোগার হাতে অনন্ত

দারোগা বলিলেন—"তাহ'লে তোমার ঢাল-সড়কিটা দাও, আমরা থানায় নিয়ে যাব।"

ঢাল-সড়কি লইবার কথা শুনিয়া অনন্তের গরম রক্ত আজ গরম হইয়া উঠিল। গলায় জোর দিয়া সে বলিল—"অনন্তকে থানায় নেওয়া সহজ, কিন্তু তার ঢাল-সড়কি নিতে হ'লে আগে তার প্রাণটা নেওয়া চাই।"—

দারোগা মহাশয় পুলিশ লইয়া অনন্তের সহিত তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন, এবং দেখিলেন—অনন্তের ভাইপো প্রতাপের অবস্থা বড়ই খারাপ একরকম এখন-তখন।

অনন্ত দারোগাকে বলিল—“দারোগাবাবু! আমি এখন যেতে পারব না—ওকে রেখে কি ক'রে যাব? বিকালের দিকে আমি সাহেবের সঙ্গে দেখা করব।”

বৈকালে অনন্ত থানায় গেল। এস্-ডি-ও সাহেব অনন্তের দিকে চাহিয়া ইংরেজীতে দারোগাকে বলিলেন—“যে কোনো উপায়ে হোক্ একে জেলে পুরতেই হবে।”

নমস্কার করিয়া দাঁড়াইতেই চারিদিক হইতে পুলিশ আসিয়া অনন্তকে ধরিয়া ফেলিল। অনন্ত নিরুপায়। বাধ্য হইয়া হাজতে যাইয়া বসিতে হইল। হাজতে পূরিয়া ফেলিলে অনন্ত কেবলই ভাবিতে লাগিল—কেন সে থানায় আসিল? থানায় আসিয়া মস্ত ভুল করিয়াছে। প্রতাপকে কে দেখিবে? প্রতাপের অবস্থা তো খুবই খারাপ। সে কেন তাহাকে রাখিয়া আসিল? পুলিশে গুলি করিয়া মারিত? সেও যে ছিল ভালো। প্রতাপকে ছাড়িয়া এভাবে তো তাহার থাকিতে হইত না।—

ভাবিতে ভাবিতে অনন্তের চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইল। অনন্ত আগে আগে বলিল—“এস্-ডি-ও বাবু! আমার ভাইপোর সাংঘাতিক অসুখ, সংসারে আমি ছাড়া তার আর কেউ নেই। তাকে একটু সুস্থ ক'রে তুলে আমি দ্বীপান্তরে যেতেও রাজি আছি—কয়টা দিন আমাকে সময় দিন। অনন্ত সর্দ্দার কথা দিয়ে পালাবে না—প্রাণের মায়া তার একটুও নেই।”

এস্-ডি-ও সাহেব কথা বলিলেন না। দারোগাবাবু বলিলেন—“এতই যদি মায়া, লড়াই করতে যাওয়া কেন? যেমন কর্ম্ম তেমন ফল।”

দারোগার উত্তর পাইয়া অনন্ত আর অনুরোধ করিল না। প্রতাপের কথা ভাবিয়া তাহার চোখ বার বার জলে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। একবার মাত্র অস্ফুটস্বরে বলিল—“মা কালী! প্রতাপকে দেখিস্ মা, তাকে বাঁচাস্।”

অনন্তের পক্ষের উকিল অনন্তকে বাঁচাইবার [illegible] চেষ্টা করিলেন। অনন্ত স্ত্রী[illegible] মৃত্যুতে পাগলের মত হইয়াই যে খুন করিতে নামিয়াছিল, এই ধরণের [illegible]ক্তির বলে জেলের মেয়াদ একটু কম হইল। তবে জেল হইল এ[illegible]রের নয়—ছয় বছরের। শাস্তির রায় বাহির হইলে, অনন্তের চোখ দিয়া টস্[illegible] করিয়া জল ঝরিতে লাগিল।

বিচারক অনন্তকে চিনিতেন। হাসিতে হাসিতে তিনি বলিলেন—"অনন্ত সর্দ্দারের চোখে জল ? অনন্ত সর্দ্দারেব প্রাণের মায়া ?"

উত্তরে অনন্ত এবার কাঁদিয়া ফেলিয়াই বলিল—"হুজুর! অনন্তের প্রাণের মায়া একটুও নেই! আমার ভাইপোর—আমার প্রতাপের অবস্থা এখন-তখন—আমি ছাড়া তার আর—"

অনন্ত আর বলিতে পারিল না।

বিচারক তেমনি মৃদু হাসির সহিত বলিলেন—"অনন্ত! কত মাকে পুত্র-হারা, কত স্ত্রীকে স্বামী-হারা, কত ভাইকে ভাই-হারা, কত কাকাকে ভাইপো-হারা করেছ, মনে ক'রে দেখ। তোমার ভাইপো তবু বেঁচে আছে, যাদের ভাইপোকে তুমি যমের বাড়ী পাঠিয়েছ, তারা কি তোমার চেয়েও দুঃখী না ?"

"আর হয় না"—বলিয়া অনন্তকে হাজতে পোরা হইল। অনন্তের কানে ভাইপো প্রতাপের আবোল-তাবোল কথা কেবলই বাজিতে লাগিল। প্রথম দিন অনন্ত খুব কাঁদিল। দ্বিতীয় দিনেও কাঁদিল, তবে প্রথম দিনের অনুপাতে অনেক কম। তারপর ক্রমে ক্রমে অনন্তের কান্না বন্ধ হইয়া গেল। অনন্ত নিজেই নিজেকে প্রবোধ দিল—"ওরা আমার প্রতাপকে নিশ্চয়ই দেখ্ছে। না দেখে পারে ?"

প্রতাপের মৃত্যু অনন্ত কল্পনাই করিতে পারে না। তাই অন্যান্য সকলে যখন বলিল—"ভয় নেই, অসুখ সেরে গেছে!" অনন্ত তেমনই মনে করিয়া আরাম পাইল। প্রতাপ সারিয়া উঠিয়া কোথায় এবং কাহার কাছে গিয়াছে—এই ভাবনায় আবার অস্থির হইয়া পড়িল। মানুষ যখন নিরুপায় হয়, নিজেই নিজের সান্ত্বনাকারী হইয়া পড়ে। অনন্তেরও সেই অবস্থা। অনন্ত একবার ভাবে,—

"প্রতাপ নিশ্চয়ই ভিটে ছাড়িয়া [illegible] বাড়ীর পাশে [illegible]
নিশ্চয়ই তাহাকে দেখিবে। [illegible] অনন্ত সর্দারের [illegible] [illegible]
রক্ষা আছে তাহ'লে কারো ?"
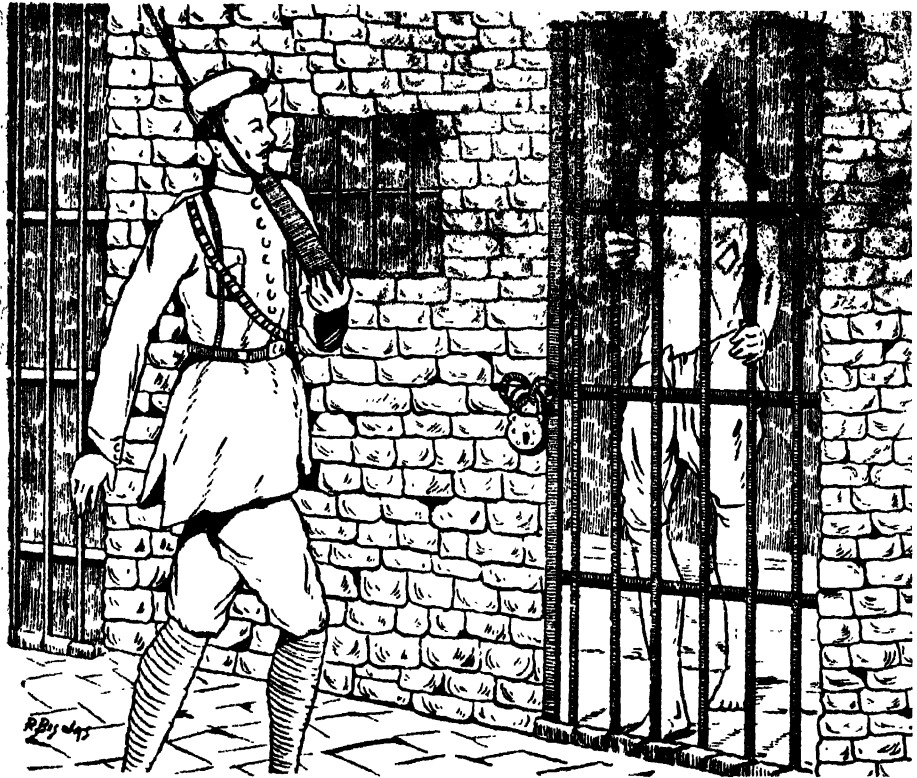
হাজতে অনন্ত

কালের কি শক্তি। যে প্রতাপকে না দেখিয়া অনন্ত এক দণ্ড থাকিতে পারিত না, আজ তাহাকে ঐ অবস্থায় রাখিয়া আসিয়াও কয়েক দিনের মধ্যে অনন্তের কান্নাকাটি, না-খাওয়া সব বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অনন্ত একমাস পরে একদিন দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিল—"ওরে পোড়া কাল! তোর মত ওষুধ আর কিছুই নেই ? কেমন ক'রে এত সব সহ্য করিয়ে দিলি ?"

অনন্ত এক রাত্রে প্রতাপকে স্বপ্নে দেখিল। দেখিল—প্রতাপ আসিয়া যেন ব[illegible] আমাকে তুমি ছেড়ে এলে কেন? আমি চ'লে গেলাম, আর আস্ব [illegible] হবে।

অন[illegible] কাঁদিয়া উঠিল। সেদিনের মধ্যে তাহার মুখে কেহ কোনো কথা পাইল না। আর একদিন আর এক স্বপ্ন দেখিল—প্রতাপ ঢাল-সড়কি লইয়া কোথায় [illegible] লড়াই করিতে গিয়াছিল এবং কে যেন তাহাকে কোপ দিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। [illegible] দেখিবামাত্র সে যেন ঢাল-সড়কি লইয়া বাহির হইল এবং অসংখ্য লোকের স[illegible] যাইয়া যেন লাফাইয়া পড়িল। 'আ-আ' বলিয়া ডাক ছাড়িতে যাইয়া সত্যই সেই স্বপ্নের মধ্যে অনন্ত বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। জেলের সমস্ত লোকের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। অনন্তের শরীর তখনও থর্-থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল।

অনন্ত জেলে যাইবার মাসখানেক পরেই প্রতাপ ভুগিতে ভুগিতে আর কাকার শোকে মারা গেল। অনন্তের ভিটার উপর কয়েকখানা ঘর ছাড়া আর কোন প্রাণীই থাকিল না। দেখিতে দেখিতে ফাঁকা বাড়ীতে যেমন হয়, ঘাসে উঠান ছাপিয়া গেল। ঘরের চারিদিকে জঙ্গল জাঁকিয়া উঠিল। তিন-চার বছর যাইতে-না-যাইতেই অনন্তের একখানা ঘর ছাড়া আর সব ঘর পড়িয়া গেল, এবং পচিয়া ঘাস ও জঙ্গলের তলে চাপা পড়িয়া গেল। সেই একখানা ঘর বাতাসের সঙ্গে লড়াই করিয়া, বৃষ্টিতে পচিয়া কোনো রকমে কাত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এই ঘরখানায় অনন্ত দামী কাঠের খুঁটি দিয়াছিল, তাই নিজেদের দামের ও দায়ের কথা মনে করিয়াই খুঁটিগুলি পচা কাঠামখানাকে যেন আলগোছে ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। চালের খণ্ড আর বেড়া টাকমাথার চুলের মত একটু একটু এক এক যায়গায় বাধিয়া রহিয়াছে। এই বাড়ীটা যেন আজ মরিয়া ভূত হইয়া গিয়াছে। অনন্তের ঢাল আর সড়কি আড়ার উপর পড়িয়াছিল। মানুষে যে ঢাল-

সড়কি ধরিতে সাহস করিত না। [illegible] জলে ভিজিতে [illegible] চিবা[illegible] খাইতে আরম্ভ করিয়াছে। অনন্তের সাধের দামী খুঁটিগুলি [illegible] ঘুণের হাত হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই।

সন্ধ্যা হইতে-না-হইতে, অনন্তের [illegible] কাহা-কাহা বলিয়া শিয়ালেরা দল বাঁধিয়া মানুষের দর্প [illegible] ক্ষমতার [illegible] কে যেন উপহাস করিতে থাকে। যে বাড়ীর উঠানে মানুষে সাহস [illegible] পা দেয় নাই, ভগবানের খেলায় সেই উঠানেই শিয়াল ডাকে! মানু[illegible] দোনিয়া শুনিয়াও ক্ষমতার দর্প, অর্থের গর্ব্ব করিতে [illegible]। শিয়ালের ডাক শুনিয়া অনেকে বলে—"হায় রে বিধির খেলা! একবার ভাঙ্গা, একবার গড়া!"

অনন্ত জেল হইতে বাহির হইল। মাথায় যেমন বড় বড় তেমন রুক্ষ চুল। দাড়ি-গোঁফে মুখ ঢাকা। দুশ্চিন্তায় ও বয়সে শরীর শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু গঠনটা এখনও বেশ চোখে পড়ে। অনন্তের বুকে আশা ও আশঙ্কা জড়াজড়ি করিতেছিল—"প্রতাপ কত বড় হইয়াছে; সে হয়ত বিবাহ করিয়াছে। ছেলে-মেয়ের বাপও হইয়াছে! প্রতাপের বউ কত সুন্দরীই না হইয়াছে! প্রতাপ তাহাকে দেখিয়া কত সুখীই না হইবে! প্রতাপের ছেলে-মেয়ে তাহাকে দাদু বলিয়া ডাকিবে, প্রতাপের বউ তাহাকে বাবা বলিয়া ডাকিবে।"

এমন কত ভাবনাই তাহার মনে উঠিল। আবার হঠাৎ অনিচ্ছা সত্ত্বেও আর এক ভাবনা আসিল— "প্রতাপকে সে যে-রকম অবস্থায় রাখিয়া আসিয়াছিল, তাহাতে প্রতাপ কি বাঁচিয়া আছে?"

আর সে ভাবিতে পারিল না।

অনন্ত ষ্টীমারে চড়িল। আগে ষ্টীমারে চড়িলে অনন্তকে সকলে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়া বলিত—'ঐ অনন্ত সর্দ্দার!' কিন্তু অনন্তকে আজ কেহ চিনিতে পারিল না। বয়সে যেমন শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, চুল-দাড়ি পাকায় এবং তাহা বড় বড় থাকায় কেহ তাহাকে লক্ষ্যই করিল না। অনন্ত কিন্তু বার বার

[illegible] কাঁ[illegible]তে লাগিল, তাহার গ্রামের কেহ উঠিয়াছে কি-না। পাশের গ্রামের একজন[illegible] দেখি[illegible] বটে, কিন্তু এতকাল জেল খাটায় কেমন যেন তাহার মধ্যে লজ্জা [illegible] প্রতাপের সংবাদ শুনিতে পারিলে সে বাঁচে, কিন্তু সেই লো[illegible]চ মুখ দে[illegible]ইতে তাহার অত্যন্ত লজ্জা করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ বসি[illegible]কিয়া অনন্ত শুইল বটে, কিন্তু ঘুম তাহার চোখ এড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল।

রেলিংয়ের [illegible]দিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া কতদিনের কত কথাই তাহার মনে পড়িতে[illegible]ল—রুইদাস সর্দ্দারের সহিত তাহার যে লড়াই হয়, তাহাতে চণ্ডী যে ভাবে তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। তারপর কেমন করিয়া চণ্ডী তাহাকে দারোগার হাত হইতে বাঁচাইল —একে একে সমস্ত কথা তাহার মনের মধ্যে ভাসিতে লাগিল। চণ্ডীর কথা ভাবিতে ভাবিতে অনন্তের চোখে জল আসিয়া পড়িল। আর তাহার কথা ভাবিবে না! যতই সে মনে করিতে যায়, তত বেশী করিয়াই তাহার সমস্ত কথা মনে পড়িতে লাগিল! একবার ভাবিল—"থাক, আর এ মুখ কাকেও দেখাব না, যাই চ'লে যেদিকে মন নিয়ে যায়।"

আবার ভাবিল—"প্রতাপ হয়ত আমার পথ-চেয়ে দিন গুণছে! না, তাকে নিয়ে আবার ঘরে মাথা দেওয়া যাক্।"

ইহার মধ্যে এক ষ্টেশন হইতে একটি লোক উঠিল। লোকটি প্রতাপের দূর-সম্পর্কীয় এক আত্মীয়। সে জানিত অনন্তের জেলে যাইবার পরেই প্রতাপ মারা গিয়াছে। সে অনন্তের মুখের দিকে বার বার চাহিয়া চিনিতে পারিল। অনন্ত তখন নানারকম ভাবনায় ডুবিয়া ছিল। সে অনন্তের কাছে যাইয়া বলিল—"অনন্তদা না?"

অনন্তও চিনিল। পরম সন্তোষের সহিত, প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিল—"প্রতাপ ভালো আছে,—খবর রাখ?"

অনন্তের মুখের দিকে চাহিয়া লোকটি অনন্তের মনের অবস্থা বুঝিয়া লইয়া বলিল—"প্রতাপ?—ও হাঁ, সে ভালোই আছে।"

অনন্তের বিশীর্ণ মুখে নিশ্চিন্তের হাসি ফুটি[illegible] জিজ্ঞাসা করিল—[illegible] সে [illegible] হয় বিয়ে ক'রে ফেলেছে—তা' কি এতদিনে না ক[illegible] —না ?

লোকটি 'হুঁ-হুঁ' করিয়া অনন্তের কথায় [illegible]দিয়া [illegible] করিয়াছিল—প্রতাপ মরিয়া গিয়াছে, এই ক[illegible] শুনিলে [illegible] আর গ্রামে লইয়া যাওয়া যাইবেই না, ষ্টীমার [illegible] জলে ঝাঁপ দিয়[illegible] হয়ত একটা কাণ্ড করিয়া বসিবে। সে ঠিক [illegible] অনন্তকে সে[illegible]র বাড়ীতে লইয়া যাইয়া একটু সুস্থ করিয়া, প্রতাপের মৃত্যু-সংবাদ দি[illegible]পর শান্ত করিয়া বাড়ীতে পাঠাইয়া দিবে। এই মতলবে সে [illegible]—অনন্তদা ! আমাদের বাড়ীতে আজ চল,—কাল বাড়ীতে চলে যেও।"

অনন্ত একটু ভাবিয়া লইয়া বলিল—"তা কি হয় ? প্রতাপ কি মনে করবে ? [illegible] কাকা বাড়ীতে না এসে"—বলিয়া একটু হাসিয়া বলিল—"ভীষণ অভিমান তার !"

অনেক সাধাসাধি করা হইল। এমন না-ছোড়-বান্দা হইয়া ঐ লোকটিও লাগিল যে, শেষে অনন্ত মত না দিয়া পারিল না। ঐ লোকটির সঙ্গেই নামিয়া তাহার বাড়ীতে গেল।

সকালে উঠিয়াই অনন্ত বাড়ী যাইবার জন্য ব্যস্ত হইল। হাঁটিয়া গেলে, মাইল দশ বার দূরে তাহার বাড়ী। লোকটি কিছুতেই সকালে যাইতে দিল না। বাড়ী যাইয়া প্রতাপের মুখখানি দেখিবার জন্য অনন্তের প্রাণ ছট্ ফট্ করিতে লাগিল। ঐ লোকটি সেদিনেও তাহাকে যাইতে দিবে না, মনে ভাবিয়া অনন্ত উহাকে কিছু না বলিয়াই দুপুরের পরে হাঁটিয়া চলিল। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে লোকটি তাহাকে তাহার বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিল, বলিবে বলিবে মনে করিয়াও, তাহা বলিতে পারে নাই।

অনন্ত যখন গ্রামের মধ্যে ঢুকিল, সন্ধ্যা তখন ঘোর হইয়া গিয়াছে, চাঁদের ফুটফুটে আলোয় রাস্তা সব পরিষ্কার দেখা যায়। চারিদিক হইতে

...র শব্দ ভাসিয়া আসিতেছিল। বারোয়ারীতলার দেব-মন্দিরের ... ও ঘণ্টার ধ্বনি তখনও অবিরাম চলিতেছিল।

...স্তা ধরিয়া অনন্ত নিজের বাড়ীর দিকে চলিল। কেবলই আশা ... এই বুঝি প্রতাপের সঙ্গে দেখা হয়! একটু আগে যাইয়া অনন্ত দেখি... ...রই সেই আখড়ায় লাঠিখেলা হইতেছে। এই আখড়ায় সে এমনি চাঁদের আ... ...য় কত দিন লাঠিখেলা শিখাইয়াছে! মাটীতে হাঁড়ি বসাইয়া তাহার উপর কাঁসা... রাখিয়া দুই-তিনজন বাজনা বাজাইতেছে, আর সর্দ্দারের সঙ্গে সঙ্গে সকলে ... নাচিয়া প্যাঁচ শিখিতেছে। দেখিবামাত্র অনন্তের হাঁটিবার কথা মনে থাকিল না। ... দাঁড়াইয়া থাকিয়া কিছুক্ষণ ঐ নাচই দেখিতে লাগিল।

কিন্তু অনন্ত বেশীক্ষণ অন্যমনস্ক থাকিতে পারিল না। প্রতাপকে দেখিবার ইচ্ছাই যে তাহার মনের কোণে লাগিয়া রহিয়াছে! একটু পরেই অনন্ত আবার পা চালাইতে লাগিল। হাঁটিতে হাঁটিতে অনন্তের মনে আসিল—"প্রতাপ নিশ্চয়ই সর্দ্দার হ'য়েছে, আমার ভাইপো সে সর্দ্দার না হ'য়ে কি ছেড়েছে?"

আখড়ার কাছাকাছি পৌঁছিয়া, রাস্তার উপর হইতেই অনন্ত ডাকিল—"প্রতাপ!"

একটি মাত্র ডাক। কিন্তু কোনো সাড়াই আসিল না। আর একটু জোরে ডাকিল,—"প্রতাপ!—ও প্রতাপ!"

বড় রাস্তাটা আখড়া হইতে সামান্য দূরে। অনন্তের গলার স্বরও অন্য রকম হইয়া গিয়াছিল, তাই কেহই চিনিতে পারিল না। যাহারা নাচিয়া নাচিয়া খেলিতেছিল, তাহারা খেলিয়াই চলিল। পথ-চল্‌তি লোকের কোনো কথার উত্তর দেওয়ার একবার প্রয়োজনও তাহারা বোধ করিল না। যে যাহার প্যাঁচ ভাঁজিতে লাগিল।

নূতন এক সর্দ্দার উত্তর করিল—"প্রতাপ সর্দ্দার?"

এই সর্দ্দারটির বয়স-প্রতাপের সমান, কি একটু বেশী। গলার স্বরটিও তাহার প্রতাপেরই মত, তবে অবিকল নয়। কিন্তু অনন্ত তাহাকে নজর করিয়া ভাবিল—ঐ আমার প্রতাপ! দেখা যাক্ প্রতাপ কি করে!

মনে মনে বলিল—"গলার স্বরটা কেমন একটু যেন [illegible] ছয় বছর শুনিনি হয়ত বা ঠিকই আছে, আমার [illegible] শুনতে অন্য লাগ্ছে।"

নতুন সর্দ্দারের প্রত্যুত্তরে অনন্ত বলিল—"হ্যাঁ, প্রতাপ [illegible] সর্দ্দারের ভাইপো।"

"ও! প্রতাপ?"—এই টুকুই বলিতে বলিতে খেলোয়াড়রা [illegible] দিয়া উঠিল, তাই "সে তো ঘরে গেছে" এ কথাটা অনন্তের কানে [illegible] সময় কাহার কথার উত্তরে কে যেন বলিল—"সে আজ [illegible]

অনন্তের কানে এই কথাটাই পৌঁছিল [illegible] সে নিজের বাড়ীর দিকে [illegible] চালাইয়া দিল।

অনন্তের বাড়ীটা কম জায়গার উপরে নয়। বড় বড় আগাছায় [illegible] ছাপিয়া গিয়াছে দেখিয়া অনন্ত মনে মনে বলিল—"প্রতাপ আমার দুঃখে সব ছেড়ে দিয়েছে!—বাড়ী জঙ্গলে একেবারে ঘিরে ফেলেছে! কি পাগল।—বাড়ীতে ওঠার রাস্তাটায় কি ঘাস হয়েছে—মাঝে মাঝে আগাছা গজিয়ে উঠেছে যে!"

বাড়ীর দিকে চাহিয়া অনন্তের বুক ধড়ফড় করিয়া উঠিল। তাহার কথা বন্ধ হইয়া গেল।—এ কি?—ঘর কি একখানাও নাই? প্রতাপ?···ভাবিয়া সংজ্ঞাহারার মত অনন্ত উঠানে যাইয়া দাঁড়াইল। চারিদিক চাহিয়া বুঝিল— ছাড়া ভিটে। প্রতাপ কি ভিটে ছেড়েছে? 'ও কোথায় উঠে গেল? ওরা ওখান থেকে বল্ল—'আজ সে আসেনি।' এই গ্রামেই আছে?—তাহ'লে ভিটে ছাড়্বে কেন?—

মনে করিতে করিতে, অনন্ত ঘরের খুঁটি ধরিয়া যাইয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ তাহার খেয়াল হইল—একবার ডেকেই দেখি! ডাকিল—"প্রতাপ! ও প্রতাপ!"

রাত্রে ঐ জঙ্গলপূর্ণ বাড়ীতে—প্রতাপকে কে আজ ডাকিতে আসিল?

'নিশ্চয়ই অনন্ত ছাড়া আর কেউ না'—মনে করিয়া পাশের বাড়ীর লোকজন আলো লইয়া ছুটিয়া আসিতে লাগিল। অনন্তের চোখ হঠাৎ আড়ার

বাড়ীর দিকে চাহিয়া

উপরের চাল-সড়কির দিকে পড়িতেই অনন্তের বুকে পিঠে যেন ক[illegible]হার [illegible] দিয়া আঘাত করিতে আরম্ভ করিল।

"চাল-সড়কি ফেলে যাবে কেন ?"—

মনে করিতে করিতে লোকজন আসিয়া [illegible]কে ধ[illegible] লো[illegible] ধরা দেখিয়া অনন্তের মনে এই প্রশ্নই ধাক্কা [illegible]—"প্রতাপ [illegible] নাই ?"

"প্রতাপ নাই"—এ ভাব[illegible]হার একান্তই অসহ্য [illegible] হইল। তাই আবার সে পাগলের মত বুঝিয়াও যেন না বুঝিতে চাহিয়া [illegible]া করিল—"প্রতাপ কি ভিটে ছেড়ে গেছে ?"

কেহ বুদ্ধি করিয়া বলিল—"হাঁ।" কেহ [illegible] সহ্য করিতে না পারিয়া একই সময়ে বলিয়া উঠিল—"না—না—ছেড়ে গেছে সে।" অনন্ত বুক ধরিয়া বসিয়া পড়িল। দম ছাড়িয়া লইয়া—"প্রতাপ"—বলিয়া চীৎকার দিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

হাত ধরিয়া সকলে তাহাকে পাশের বাড়ীতে লইয়া গেল। অনেক রাত পর্য্যন্ত কাঁদিয়া কাঁদিয়া অনন্ত শান্ত হইয়া শেষে চুপ করিল।

সকালে উঠিয়া অনন্ত তাহার ছাড়া ভিটায় যাইয়া উঠিল। চারিদিকে চাহিয়া এবং সেই চাল-সড়কি দেখিয়া অনন্তের চোখ ফাটিয়া দরদর ধারে জল পড়িতে লাগিল। চাল-সড়কিতে হাত দিয়া প্রতাপের শোক যেন আরো উথলিয়া উঠিল। বুকের মধ্যে বাষ্প জমিয়া তাহার গলা যেন চাপিয়া ধরিল। অস্থির পাগলের মত, কাঁদিতে কাঁদিতে সে প্রলাপ বলিতে লাগিল—"প্রতাপ ! বাবা ! আয়, তোর কাকা তোকে ডাক্‌ছে,—এই চাল-সড়কি ! নিয়ে যাবিনে ? আয়,—তোর জন্যই তো ফিরে এসেছি···"